মহিলা।

(প্রথম অংশ)

৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রণীত।

"গাব গীত খুলি হৃদি দ্বার,
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

শিক্‌দারপাড়া ষ্ট্রীট নং ৩।

কলিকাতা :

শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট নং ৩৮

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৮৭।

ভূমিকা।
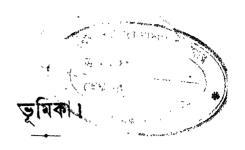
আমরা সাশ্রুনয়নে এই কাব্যের প্রচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। দুই বৎসর হইল, ইহার কবি মায়িক দেহ পরিহার করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি কৃতবিদ্য ও সুলেখক ছিলেন, এবং তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ ভাগ কেবল সাহিত্য চর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গীয় লেখক বা কবিগণের মধ্যে তাঁহার নাম প্রকাশ নাই। কবি তাঁহার রচনারাশি প্রচার করিতেন না, তিনি চিরদিন স্বভাবপ্রেরিত হইয়া স্বীয় প্রতিভার অনুসরণ করিতেন মাত্র; রচনা বা পাণ্ডিত্য প্রকাশদ্বারা কোথাও যশস্বী হওয়ার প্রত্যাশা রাখিতেন না।

কবি তাঁহার রচনা প্রকাশ করিতেন না, আমরা কেন প্রকাশ করিলাম, এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "বড় মিষ্ট লাগে" এই কথা ভিন্ন সে প্রশ্নে অন্য উত্তর দেওয়ার আমাদের সাধ্য নাই।

এই কাব্যে কবি বলিয়াছেন, ও প্রায় সর্ব্বদাই বলিতেন, নারী-বদনে সে "প্রগাঢ় কাব্য" তিনি পাঠ করেন, তাহা ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত শব্দ তাঁহার নাই। এই কাব্যখানি সেই "প্রগাঢ় কাব্যের" ছায়া। নারীই ইহার নায়িকা;—কবি এই কাব্যের প্রারম্ভেই এক স্থলে বলিয়াছেন—

"সমুদায় নারী জাতি নায়িকা আমার।"

কাব্যের নারী শুনিয়া পাঠক এমত বুঝিবেন না যে, বনহার-বিভূষণা শ্বেত শতদল-শায়িনী কল্পনা-প্রসূতা কোন কামিনী। কবি যে নারীর স্তুতি

করিয়াছেন, তিনি এই জগতের নারী। যদি কেহ বলেন যে, সে নারীর সম্বন্ধে অনেকেই অনেক বলিয়াছেন, আর বলিবার প্রয়োজন কি? আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি যে, "একটি রমণী ক্রোড়স্থ-শিশুসন্তানকে স্তন-পান করাইতেছেন," তিনি মনঃসংযোগ করিয়া এই চিত্রটি একবার দেখুন,—সৌন্দর্য্য ও কার্য্য একযোগে কি স্বর্গীয় ভাব বিতরণ করিতেছে! তাহা হইলে তিনিও কবির সহিত সমস্বরে বলিবেন—

"যে প্রগাঢ় কাব্য পড়ি আননে তোমার!
বুঝাইতে ব্যগ্র হয় মন!—
যুক্ত বাক্য যোগাতে না শক্তি রসনার,
হৃদে ক্ষোভ,—মূকের স্বপন!
মনের মতন কায়!—
কেমন বা মন তায়!!
কি গ্রন্থ নরের জ্ঞান হেতু!
স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধানে কি শোভন সেতু!"—

কবি চির দিন সৌন্দর্য্যের পূজা করিতেন। নারী সেই সৌন্দর্য্যের চাক্ষুষ প্রতিমা; সুতরাং কবি তাঁহাকে চিরদিন ভক্তিচক্ষে দেখিয়াছেন,—ইষ্ট পদে বরণ করিয়াছেন। নারী জাতির প্রতি সাধারণ্যে যে সকল কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য কবি এই কাব্যে প্রয়াস পাইয়াছেন; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন আমরা বলিতে পারি না।

"কাব্যখানি মাতা, জায়া, ভগ্নী ও নন্দিনীর মমতার ধারশোধে উৎসর্গ হইয়াছে। মনুষ্যজীবনের সকল সাধ সুসিদ্ধ হয় না। ভগ্নীর বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিয়া কবি পরলোক গমন করিয়াছেন। কবির উদ্দেশ্য মতে যদিও কাব্যখানি অসম্পূর্ণ, কিন্তু ইহার প্রত্যেক অংশ স্বাধীন ও পরস্পর নিরপেক্ষ, একের অভাবে অন্যের ভাব-সংগ্রহে ও রসাস্বাদনে অণুমাত্রও ব্যাঘাত হয় না। এই অর্থ-সঞ্চয়-শূন্য কবির কবিতা-বিষয়ক ভাব-সঞ্চয়ের এত আধিক্য ছিল যে, কাব্যখানি অসম্পূর্ণ হইলেও বহ্বায়তন; সুতরাং আমরা ইহাকে দ্বিখণ্ডে প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথম খণ্ডে, উপহার—অবতরণিকা, মাতা, মাতৃ-স্তুতি, ও উপহার সম্বন্ধীয় কয়েকটি টিপ্পনী, সন্নিবেশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে জায়া, ও ভগ্নী সম্বন্ধে কবি যে কয়েকটি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা, এবং কবির জীবনী সন্নিবেশিত থাকিবে।

অকরুণ মৃত্যু, কবিকে কাব্যখানির নামকরণ করিয়া যাইতেও অবকাশ দেন নাই। বর্ত্তমান নাম আমরা উপস্থিত মতে নির্ব্বাচিত করিয়া দিলাম। ইহা সম্যক্ সঙ্গত না হইতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য কবি কাহারও নিকট অনুযোগ-ভাজন হইতে পারেন না।

কবি এই কাব্যের কতিপয় স্থলে টিপ্পনী দেওয়ার মানসে চিহ্নাঙ্কিত করেন, আমরাও সেই সেই স্থল চিহ্নাঙ্কিত করিয়া রাখিলাম। এবং যে কয়েকটী টিপ্পনী কবি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কাব্যের শেষভাগে তাহা সন্নিবেশিত করা গেল। মৃত কবির কাব্যে রচনাসম্বন্ধে আমরা কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করি নাই, অবিকল মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি। কবি বর্ত্তমান কাব্যখানি সংশোধনেরও অবকাশ পান নাই। লিপি-অপারি-

পাট্যতায় একটি কবিতার এক চরণের পূর্ব্বভাগ আমরা সুস্প[illegible] না পারিয়া তৎস্থলেও কয়েকটী * এইরূপ (তারা) চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছি।

পরন্তু উপসংহারস্থলে আমরা কবির জীবন আখ্যায়িকার উপসংহার-সময়ের একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা। কবিতাটি পাঠে পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, কবি সারদা-প্রেমে কি রূপ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন!

দীর্ঘ কাল পরে কেন এ ভাব আবার!—
কেন এ কটাক্ষ লালসার!
কিবা না ঘটেছে প্রেমে সারদে তোমার!—
বাকী কিবা রেখেছ আমার!
ভোগ যশ আশা গেছে, আছে মাত্র প্রাণ;—
মধু গন্ধ কান্তি হীন কুসুম সমান!

ভুলে আছি,—ভাল আছি, হৃদয় কন্দর
দগ্ধ হ'য়ে হয়েছে কঠিন;—
লোভের সিঞ্চনে আর গলেনা অন্তর!
পরীক্ষায় হ'য়েছি প্রবীণ।
সুখ-দুঃখ-হীন সুখ এমন আমার!
চন্দ্রাননি! তুমি কেন বৈরী হও তার!

জেনেছি তোমায়, তুমি জেনেছ আমায়,
জানি তব প্রেম হলাহল ;—
আমার মত্ততা, নাই গোপন তোমায়,—
প্রেমে কভু নাহি জানি ছল ।
না বুঝে পিরিতে প'ড়ে, বুঝে তার পর,
বহু দুঃখ ভুগে তবে হ'য়ে আছি পর !

চেয়ে দেখ অঙ্গে মম, ভেবে দেখ মনে,
দেখেছিলে প্রথমে যেমন !—
কালে না নিন্দিতে পারি এ পরিবর্ত্তনে,
দেহে জরা—বয়সে যৌবন !
তব প্রেম-চিন্তা, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুধার,
পুড়ে, উড়ে, ধুয়ে নিলে প্রাণের সুসার !!!

আহা ! কি হৃদয়-ভেদি উক্তি । এই কবিতাটি কবির শারীরিক অবস্থার চিত্র,—মানসিক ভাবের উচ্ছ্বাস,—সরল প্রেমের অশ্রুপাত !!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ।

কলিকাতা :
শিক্‌দার পাড়া ষ্ট্রীট নং ৩ ।
জ্যৈষ্ঠ—১২৮৭ ।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, গ্রন্থকারের প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু হরিশ্চন্দ্র মুস্তৌফী এবং তাঁহার হিতৈষী বন্ধুবর হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত মহাশয় ও তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচারাদি সম্বন্ধে যথাযোগ্য সাহায্য দ্বারায় আমাদিগকে বিশেষ রূপে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তা-ভিন্ন এ দুরূহ কার্য্যে আমরা কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না; এজন্য উক্ত মহাশয়গণকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কলিকাতা:
শিক্দার পাড়া ষ্ট্রীট নং ৩।
জ্যৈষ্ঠ—১২৮৭।

উপহার।

অবতরণিকা।

ইন্দু কুন্দ বিনিন্দিত বরণ বিমল,
সিত কণ্ঠ-হার, সিত বাস,
সারদে! চরণারুণে চিত-শতদল
বিকসি আসিয়া কর বাস;—
ভাব রাগ বাক তানে
জাগাও নিদ্রিত প্রাণে,
হৃদি যন্ত্র কর মা তন্ত্রিত;—
গীতোচিত কণ্ঠহীনে কিঙ্করকুণ্ঠিত!

বর্ণিতে না চাই হ্রদ, নদ, সরোবর,
সিন্ধু, শৈল, বন, উপবন,
নির্ম্মল নির্ঝর, মরু—বালুর সাগর,
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ত্তন;
হৃদয়ে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার,—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার!

কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
চাটু স্তুতি না চাই রচিতে ;
সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার,
বাঞ্ছা চিতে বিশেষ বর্ণিতে ;
স্মরি চির উপকার,
দিব গীত-উপহার,
শুধিবারে ধার মমতায়,
মায়া-কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার ।

বিষয় মদিরা পানে মত্ত চিত যার, ৪
তারে কি পারিব বুঝাইতে ?—
ধাতার করুণা মর্ত্তে নারী অবতার
নর হৃদি বেদনা বারিতে ;
তার মনে আছে স্থির,
কাম-পিপাসার নীর,
নারীর কি প্রয়োজন আর !—
ভোগের পদার্থ নারী গরিমা কি তার !

হে বর্ব্বর নর ! গতি কি হ'তো তোমার, ৫
বিহনে অঙ্গনা অবতার !
কে গাঁথিতো প্রেম সূত্রে সমাজের হার,—
পিতা মাতা কুমারী কুমার !

দয়া ধর্ম্ম শিখাইয়া,
কোমল করিয়া হিয়া,
কে করিত সভ্যতা স্থাপনা ;—
কে পূরাতো স্বর্গ-চ্যুত আত্মার কামনা !

সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার, ৬
আনন্দের প্রতিমা আত্মার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মুরতি মায়ার ;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের,
কি বুঝাবো ভাব রমণীর ;—
মণি মন্ত্র মহৌষধি সংসার ফণীর !

আলোকের সনে যথা সংযোগ ছায়ার, ৭
কীটে কাটে কুসুম যথায়,
বিকট কটকে যথা ভ্রমে অনিবার
কৃতান্ত-কিরাত মৃগয়ায়,
প্রাণে সদা চায় যাহা,
যেখানে না পাই তাহা,
না পাইলে তথায় অঙ্গনা,
মানিতাম এ সংসার দৈত্যের রচনা !

হও তুমি বিপুল বিভব অধীশ্বর,
রাখ মণি রজত কাঞ্চন,
প্রাসাদে নিয়ত সেবে শঙ্কিত কিঙ্কর,
নাই যদি রমণী রতন!—
হৃদে হৃদে যার সনে,
একাঘাতে প্রতিক্ষণে,
সম তালে নৃত্য করে প্রাণ!—
উদাসীন তুমি, তব সংসার শ্মশান!

কখনো কি জান নাই স্বাস্থ্যের পতন, ৯
পড়ো নাই পীড়নে অরির,
কখনো কি ভাঙ্গে নাই সম্পদ-স্বপন,
ভুঞ্জ নাই দুঃখ প্রবাসীর!
বান্ধব-বিহীন দেশে,
শীতাতপ ক্ষুধা ক্লেশে,
ঠেকে যদি না থাক কখন,
জান না, কি মধুচক্র মানবীর মন!

ঝঞ্ঝাবাতে দোলে যথা বালু-বীচি-চয়, ১০
চরে যথা ভীম পশুপাল,
গরজে গরলকণ্ঠে ফণী ভয়ময়,
নর যথা শ্বাপদ করাল;—

সকলি বিকট যথা,
কামিনী কোমলা তথা,
বাঁচে তায় পথিকের প্রাণ ;—
অবনী ! রমণী তব গরিমার স্থান ।[১]

নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে, ১১
শ্যামকান্তি নিরখে ধরার,
জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে,
চরাচর বিহরে অপার ;—
সমীরণে দোলে ফুল,
গুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গকুল,
পাখী গায় বসি শাখীপরে,
সবে সুখী, নর সুধু কাতর অন্তরে !

শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে, ১২
শূন্য দেখে শোভিত সংসার !
নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধি বলে,
কিসে দুঃখী, কি অভাব তার !—
বুঝি ভাব মানবের,
ধাতা তার মানসের,
করিলেন প্রতিমা রচনা ;—
ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা !

বিকচপঙ্কজ-মুখে শ্রুতি পরশিত ১৩
সলাজ লোচন ঢলঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরণ চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল !
কাতর হৃদয় ভরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে,
ঢলঢল লাবণ্যের জল !
পাটল কপোল কর চরণের তল !

পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়, ১৪
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধমুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে !
পর্শে পদ রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা ;
এল কেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বন ফুল কোন্ গগনের শশী !!

বিস্ময়ে নেহারে নর ছবি সুষমার ! ১৫
কি বিকার অন্তরে উদয় !
রূপ অয়স্কান্ত মণি, লৌহ হৃদি তার,
বলে আকর্ষিয়া যেন লয় !

আপনার অবয়ব
প্রায় সম দেখে সব,
কিন্তু রূপে না হয় তুলনা !—
সম জাতি শিলা হীরা পুরুষ অঙ্গনা !

চন্দ্রোদয়ে হয় যথা তিমির তাড়িত, ১৬
টুটিল মালিন্য মানবের !
অজানিত হর্ষভরে ব্যাকুলিত চিত,
ঘুচিল বিরাগ জীবনের !
হেরিয়া কোমল কায়,
পরশের লালসায়,
ধায় করি কর প্রসারিত ;
নর হর মোহিনী মূরতি বিমোহিত !

সহজাত লাজে ত্রাসে দ্রুত বামা ধায়. ১৭
চরণে চিকুর বিজড়িত ;
আন্দোলিত পীবর নিতম্ব পায় পায়,
তুঙ্গ স্তন শির তরঙ্গিত ;
ঘর্ম্ম ঝরে নাসিকায়,
তৃণাঙ্কুর বিন্ধে পায়,
ধেয়ে নর ধরে পাণিতল ;—
মত্ত-করি-করগত ফুল্ল শতদল !

নর-কর কঠোর পরশ বেদনায় ১৮
ভ্রূ কুঞ্চিয়া যেমন ভাষিল,
শ্রবণ বিবরে নর পূরিল সুধায়,
মর্ত্তে স্বর্গ-সঙ্গীত বাজিল !
কিঙ্করে করুণা করি
রাখো প্রাণ প্রাণেশ্বরী !—
ভাষে নর কাতর রচনা ;
শিখিল মানব-পশু স্তব উপাসনা !

লৌহপিণ্ড গলে যথা বহ্নি তাপভরে, ১৯
প্রেমে নর-হৃদি বিগলিত ;
কামিনী কখনো নয় কঠিনা কাতরে,
ক্রমে অঙ্গে অঙ্গ পরশিত !
শ্মশ্রুজাল নরাননে,
নারী গণ্ড সম্মিলনে,
মেঘে যেন মৃগাঙ্ক ঘেরিল !
পরশে পুরুষ-রস অলসে ডুবিল !

তুলিয়া কুসুম কলি পরম আদরে ২০
সাজায় আনন্দ প্রতিমায়,
পর সুখে সুখী হোতে মূঢ়মতি নরে
শিখিল লভিয়া ললনায় !

ফুল আভরণ প'রে
সরসী-আরশি পরে
হেরে ছবি রমণী হাসিল!—
সংসার অসার নয় মানব বুঝিল!

লতা পর্ণ পল্লবে নিকুঞ্জ মনোহর ২১
রচে নর—বাসরের ঘর;
ফুল্ল তল্পে কামিনীর ফুল কলেবর!
ফুল শরে পুরুষ কাতর!
নর-পশু বনচারী,
গৃহস্থ করিল নারী;—
ধরা পরে করিল রোপণ
সমাজ তরুর বীজ—দম্পতি মিলন!

সন্তোষিতে সীমন্তিনী শিল্পী হলো নর!— ২২
বিরচিল বসন ভূষণ;
দেখা দিল ধরা-বনে পত্তন নগর,
হ'লো পোত লাঙ্গল চালন।
পরুষ পুরুষ হিয়া
স্নেহ সনে মিশাইয়া
সযতন মার্জনে নারীর,
ধীরে ধীরে ফিরিল প্রকৃতি পৃথিবীর!

উষর হইল ক্ষেত্র লভি ললনায়, ২৩
অশ্রুপ্লুত নরমুখে হাস !—
তরঙ্গিত কি মধুর সঙ্গীত ধরায়,—
কল কল বালকুল ভাষ !
হ্রদ নদ কুঞ্জবনে,
নিবসিল দেবগণে,
প্রেম-ক্ষোভে মুগ্ধা মানবীর ![২]
ফিরে গেল পূর্ব্বের প্রকৃতি পৃথিবীর !

শ্রুতিহর চারুনাদে চরণসঞ্চার, ২৪
ভাবভরা বিলাস আঁখির,
শোভিত সশব্দে অর্থবহ অলঙ্কার,
আবরিত রসের শরীর ;—
পেয়ে হেনরূপ ছবি,
মানব হইল কবি ;—
বনিতা সবিতা কবিতার !
মর্ত্য জুঁড়ে বিকসিল কুসুম মন্দার !

ঝঞ্ঝাবাত শিলাপাত ঘন বরিষণে ২৫
জীবকুল ব্যাকুল ব্যথিত ;
কিবা ভাগ্যধর নর !—তার নিকেতনে
অবারিত স্বর্গ বিরাজিত !—

ফুল্ল গণ্ড শিশুগণে
খেলিছে প্রফুল্ল মনে,
হাসে প্রিয়া হরিয়া আন্ধার!—
নাই চিন্তা আছে কি না বাহিরে সংসার!

এত সুখ ধরে ধরা, কেবা তা জানিত ২৬
বিহনে অঙ্গনা অধিষ্ঠান!
অবনি কাননে নর কান্দিয়া ভ্রমিত,
পশু-মিলে পশুর সমান;—
কন্দর গহ্বর ঘরে,
শীতাতপ বর্ষাভরে,
নব নব দুঃখ হ'তো যার,
নারী গুণে নিত্য নব ভোগ সুখ তার!

এক দুগ্ধে দধি, তক্র, ঘৃত, নবনীত, ২৭
নানা উপাদেয় যথা হয়;—
এক নারী নানা রূপে করে বিরচিত
সংসারের সুখ সমুদয়;—
সৃষ্টি পুষ্টি জননীর,
প্রিয় চিন্তা ভগিনীর,
কন্যা সেবা, জায়ার বিহার;—
অতুলনা দান যাঁর কুমারী কুমার!

ললনা আনন হেরি, শ্মশ্রুজাল নর ২৮
খর ক্ষৌরে করিল কর্ত্তিত ;—
শুভ্র বাস ধরে, ধৌত করি কলেবর ;—
করে কেশ কঙ্কণ চর্চ্চিত ;—
পাছে নারী ঘৃণা করে,
পরিহরে সেই ডরে,
সহজ পশুত্ব আপনার !—
নারী প্রেম লালসায় সভ্যতা সঞ্চার !

সীমন্তিনী সহবাসে শোধিত শরীর, ২৯
সীমন্তিনী সংশোধিত মন,
অনুসরি বিচিত্র চরিত্র রমণীর
পেলে নর প্রকৃতি নূতন ;
স্বার্থপর শ্মশ্রুধর,
স্বভাবের পশু নর,
শিখাইলে শিখে—এই গুণ ;—
শিক্ষাদাত্রী হরিণাক্ষী আচার্য্য নিপুণ !

যে সকল গুণে, বান্ধে হৃদয়ে হৃদয়, ৩০
আছে যায় অখিল সংসার,
নরত্ব-মহত্ত্ব-কর রতন নিচয়,
ভাবিনী সে সবের ভাণ্ডার !

হিয়ার ঔষধি হিয়া,
সুখ সুধু নিয়া দিয়া;
পুরুষের স্বভাব এ নয়;—
নারী প্রেম তরুর সে শাখা সমুদয়!

কামিনী কিরাত, রূপ-জাল বিস্তারিয়া, ৩১
ভক্ষ্যরূপে তনু সমর্পিয়া,
ধরণী-অরণ্যে নর-বানর ধরিয়া,
বান্ধি তারে প্রেমডুরি দিয়া,
বাস ভূষা দিয়া অঙ্গে,
নাচাইয়া নানা রঙ্গে,
নির্ব্বাহিছে সংসার ব্যাপার;—
ছেড়ে দিলে ডুরি, বন্য বানর আবার!

নয় নর, নিন্দা ইহা, বিদ্রূপ এ নয়, ৩২
গুরু, উরু-গুরু নিতম্বিনী;—
দয়া ধর্ম্ম ভক্তি স্নেহ রত্নে সমুদয়,
স্বভাবেতে শোভিতা কামিনী!—
উচ্চমতি ললনার,
উচ্চ হৃদি সাক্ষী তার,
হৃদি পূর্ণ বাহির ভিতর;—
শূন্য হৃদে বিধাতার বিরচিত নর!

ঈশজ্ঞান, নরের প্রধান বিশেষণ ; ৩৩
নারী রবি, সে বোধ-নলিনে ;—
শিখাইল মানবে নমিতে দেবগণ,—
বিল্ব, বট, বিপিনে, পুলিনে ;
দিব্য-ভাব ললনায়,
তুল্য মিল দেবতায়,
নর সহ দেখা কদাচিত ;—
ধাতার নিয়ম, সমে সম আকর্ষিত !

ফল, মূল, মাস, কাঁচা খায় জীবগণ ; ৩৪
রন্ধন রচনা রমণীর ;—
পায়স, পলান্ন, পিষ্ট, রসাল ব্যঞ্জন,—
রস ছয় রুচির তৃপ্তির ;—
সুরসিত সুবাসিত,
সুন্দরীর সুরন্ধিত
ভোজে বসে মানব যখন ;—
অগ্রভাগ-আশে কাছে আসে সুরগণ !

কিবা বাদ্য অলঙ্কার কিঙ্কিণী কঙ্কণে, ৩৫
ঝুনু ঝুনু নূপুরের রোল,
সভ্রূভঙ্গ লাস্যরঙ্গ, সহজ গমনে,
কলকণ্ঠে সুমধুর বোল !

রমণী বিহরে যথা,
চির রঙ্গভূমি তথা,
মূর্ত্তিমান্ আপনি সঙ্গীত !—
শ্রবণে নয়নে তথা সুধা বরষিত !

কেবল কি ভোগ সুখ করিয়া বিধান, ৩৬
পুরুষে মজালে ললনায় ?
শূর হলো নর, ধরি করাল কৃপাণ,
পদ্মমুখী প্রেমের আশায় ;—
বিপদে না গণে অণু,
লক্ষ্য বিন্ধে, ভাঙ্গে ধনু,
একাকী অভীত শত রণে !—
সব ক্ষত পূরে প্রিয়া-প্রেম-প্রলেপনে !

স্বদেশ ঘেরিলে শত্রু, কি কারণে নরে ৩৭
করে হেন বিক্রম প্রকাশ ?
মারে, মরে, সীমন্তিনী, সন্ততির তরে !—
রণভূমে নারী করে বাস !—
গলাইয়া আভরণ
করে গোলা বিরচন,
বেণী কাটে গুণ বিনাইতে,
কেবা হেন, হেরি হেন না চায় মরিতে ![৩]

কামিনী কাতরা ত্রাসে—কে ভাবে এমন ? ৩৮
দেখ খুলি গত কালদ্বার ;—
চিতোরে অনল-শিখা পরশে গগন,
নারীগণে প'রে অলঙ্কার,
এলো কেশে দলে দলে,
হাসি মুখে কুতূহলে
ঢালে কুণ্ডে নবনীত কায় !—
কে হেন মরিতে পারে কৌতুকে খেলায় ![৪]

ফুটেছে অতুল ফুল উদ্যান ধরায়,— ৩৯
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার ;
বৃন্তদল, কলেবর,—পুরুষের তায় ;—
নারী—বর্ণ, মধু, গন্ধ যার !
আছে কাঁটা অগণিত,
তবু অতি সুশোভিত ;—
সুধু এই শোক তার তরে !—
কাল-অলি-মধুপান-অবসানে ঝরে ।[৫]

সংসারে যে দিকে চাই, করি বিলোকন, ৪০
বিপরীত দুই ভাব মেলা,—
বাহ্যে দোঁহে অরি, মনে মধুর মিলন,—
কোমল কঠিনে কিবা খেলা !—

একে শোষে, অন্যে পোষে,
একে রোষে, অন্যে তোষে,
একে মূঢ়, অন্যে অতিকৃতী ;—
হরগৌরী রূপ বিশ্ব পুরুষ প্রকৃতি ![৬]

দিবা নিশি, রবি শশী, আলোক আন্ধার, ৪১
সিতাসিত পক্ষ সঞ্চলন,
উত্তর দক্ষিণায়ন, সৃজন সংহার,
মাতা পিতা, নন্দিনী নন্দন,
সব্য যাম্য কলেবর,
দুই পদ, দুই কর,
দু-নয়ন শ্রবণ ভূষিত,
দ্বিদল চণক, ধরা মিথুন মিলিত !

ধন্য সাংখ্য তত্ত্ব শাস্ত্র সার নিরূপণ !— ৪২
পেয়ে স্পর্শরস প্রকৃতির,
পুলকে টলিল কায় খুলিল লোচন
অবশ পুরুষ অকৃতীর ;
প্রকৃতির ভোগ্য কায়,
জীব ভোক্তা ভুঞ্জে তায়,—
কে ইহা করিবে অস্বীকার ?
পতি-পত্নী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার ![৭]

ভোগপটু বটে নর ভোগলুব্ধ প্রাণ, ৪৩
কিন্তু ভোগ রচিবারে নারে ;
সংসারে সকলি ছিল ভোগ উপাদান,
নারী আসি ভুঞ্জাইল তারে।
শ্রমে বটে ক্লান্ত ভর্ত্তা,
কিন্তু তবু নারী কর্ত্তা !
মর্ম্ম এর বুঝে বিচক্ষণ,—
অধমে উত্তমে ভেদ যথা দেহ মন !

সংসার পেষণি, নর অধঃশিলা তায়, ৪৪
রেখে মাত্র আলম্বন যার,
নারী ঊর্দ্ধখণ্ড, কার্য্য করিছে লীলায়,
কীলে রন্ধে মিলন দোঁহার !—
ভাবচক্ষে নিরখিয়া,
দেখ হে ভবের ক্রিয়া,
বিপরীত বিহার অতুল !—
রমণী রমণ রসে পুরুষ বাতুল ![৮]

মৃষা উক্তি, মানবে মজালে মহিলায়, ৪৫
দিয়া জ্ঞান রস আস্বাদন ;
সদলে সেহেতু দুঃখ পশিল ধরায়,—
জরা ব্যাধি রোদন মরণ।

মিলাইয়া নিজ যুক্তি,
ভাবুকে বুঝিবে উক্তি,
নিন্দা নয়, স্তুতি ললনার ;—
অমরত্ব ছাড়ে নরে প্রেমভরে যার !৯

সংসার তখন ছিল এখন যেমন, ৪৬
ছিল নর জড়ের প্রকার,
আসি নারী দিয়া তায় সুখ আস্বাদন,
বিকসিল বোধ-কলি তার;—
মূষা মিলে সাংখ্যসনে,
বুঝ বিচারিয়া মনে,
সুখ বোধে দুঃখের সন্ধান ;—
বিপরীত বিনা কোথা বিপরীত জ্ঞান !১০

যদি কেহ শিখায় বর্ব্বর কোন জনে, ৪৭
নিবসিতে নির্ম্মিয়া নিলয়,
বাসভূষা বিরচিতে, বসিতে পত্তনে,
শিক্ষিত সে হয়ে যদি কয় ;—
বনে বনে ভ্রমিতাম,
কিছুই না জানিতাম,
নানা জ্বালা দেখি সভ্যতার !—
তার নিন্দা তুল্য বটে এ নারী-নিন্দার !

যদি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়, ৪৮
সে ক্ষতি সে করেছে পূরণ ;
যম-যানে জরা জীর্ণে লোকান্তরে যায়,
নারী করে প্রসব নূতন !
কোন্ দুঃখ ধরা ধরে,
নারী যারে নাহি হরে ?
তাই পুন মূষার লিখন,—
নারী বীজে হবে ফণী-ফণার দলন ![১১]

ললনা করিবে স্বর্গ এ মর্ত্ত নিবাস, ৪৯
বিসম্বাদ বিরোধ ঘুচিবে ;—
হবে নব পৃথ্বী নব আকাশ প্রকাশ,
মেষ সনে কেশরী খেলিবে ;—
জরা মৃত্যু থাকিবে না,
কেহ আর কান্দিবে না ;—
ভাবিতেছ হবে এ কখন ?—
পাবে নর নারী সম প্রকৃতি যখন।

প্রেমে পূর্ণ হবে প্রাণ কাঠিন্য ঘুচিবে, ৫০
হইবে আধার মমতার ;
আত্ম-তুলে ভূতকুলে ভূতলে পালিবে ;—
ধরা হবে এক পরিবার !

স্বার্থ সাধনের তরে,
নরে না হানিবে নরে,
কৃপাণে রচিবে হল-ফল !—
গীতে লীন হইবে কলহ কোলাহল !

ধন্য শাক্ত বুদ্ধিমান্ বুঝিয়াছ সার, ৫১
সীমন্তিনী সৃষ্টির কারণ !—
ভুক্তি-মুক্তি-দাত্রী শক্তি, অন্য নাহি আর,
শক্তিহীন সব অচেতন !
নাই ব্রত অনশনে,
তীর্থ যাত্রা পর্য্যটন,
ভোগ মোক্ষ ছাড়াছাড়ি নয়;—
নাই জননীর রাজ্যে যম জুজু ভয় !

মরণান্তে স্বর্গে যায় পুণ্যবান্ জনে ৫২
কোন্ সুখ ভুঞ্জিবার তরে ?
মন্দার-মালিনী মুগ্ধা সুরবালা সনে,
নন্দন-কাননে ক্রীড়া করে ;
কঠোর কোরাণে বলে,
হরিণাক্ষী হোরীদলে,
করে স্বর্গ সুখের বিধান ;
পুণ্য ফলে দ্যু-লোকে ললনা অধিষ্ঠান !

গর্ব্বভরে ভাষে নর, সংসার ব্যাপার ৫৩
যত কিছু মম শিরে ভার,
শ্রমে আমি মরি, দেখ রঙ্গ অঙ্গনার,
ঘরে বসি করে সে আহার!
শুনিয়া রমণী হাসে,
কিছু না উত্তর ভাষে,
ধন্য ক্ষমাগুণ ললনার!—
ভারবাহী বর্ব্বরের এত অহঙ্কার!

এক দিন পার যদি রাখিতে সংসার, ৫৪
সীমন্তিনী ছাড়িলে ইহায়,
বিশ্বাসিব তবে তব সব অহঙ্কার,
প্রশংসিব পুরুষ তোমায়!—
লালিবারে, পালিবারে,
হৃদি ব্যথা হরিবারে,
রাখিবারে সমাজ বন্ধন;
নয় ইহা অসি, পোত, লাঙ্গল চালন!

কোন্ কাজ করে নারী আপন কারণ!— ৫৫
কেশ বেশ বিন্যাস ভূষণ!—
বল দেখি করে কার তুষিতে নয়ন,—
কার রাজভোগ আয়োজন?--

শৃঙ্খল বলয় পরে,
বুঝাতে বিমূঢ় নরে,
আমি তব নিগড়িতা দাসী ;—
তব সেবা ভিন্ন নয় অন্য অভিলাষী !

কঠিন রন্ধন ক্রিয়া করি সমাপন, ৫৬
আগে সুখে তোমায় ভুঞ্জায় ;
পত্র অবশেষ শেষে করিয়া চয়ন,
পরম পুলক বাসি খায় ;
দিতে সুত উপহার,
হের ব্যথা সূতিকার !
গলে হৃদি ভাবে ললনার !—
ধিক্ অন্ধ তবু কার্য্য দেখ না কি তার !

এবে সভ্য নরে পারে ভাবিতে এমন, ৫৭
কখন না নগ্ন ছিল নর !
সুবোধে শুনিয়া হাসে প্রলাপ বচন,
সর্ব্বকাল গর্ব্বিত বর্ব্বর ;—
সংসার শ্মশান ছিল,
তায় স্বর্গ বিরচিল,
জন্ম লোক হিতের কারণ ;—
তাঁরে নিন্দা করে নর কৃতঘ্ন এমন !

দুগ্ধ শেষে গাভী কাটি করে যে আহার, ৫৮
হরে মধু বধি মক্ষিকায়,
ভীমরথী নাম বৃদ্ধ পিতার মাতার,
যৌবনান্তে বিরাগ কান্তায়,
স্বার্থ সাধনের তরে,
কাটিবারে মিত্র বরে,
কদাচ কুণ্ঠিত কর যার!—
নয় বটে অসঙ্গত নারী নিন্দা তার!

বর্ণিয়াছি সংক্ষেপেতে কার্য্য ললনার, ৫৯
এসে নর কর দরশন!
রক্ত-মাখা ইতিবৃত্তে পাবে আপনার,
আজন্ম কৃতীর বিবরণ!—
রম্যপুর ছিল যথা,
শবের শ্মশান তথা,
কীর্ত্তি-বোধ স্বজাতি বধিয়া!—
বল হে এ সব কোন্ দানবের ক্রিয়া?

যেখানে অঙ্গুলি, তুমি নারীর নিন্দায়, ৬০
দিবে ইতিবৃত্ত পত্রপরে,
দেখাইতে অনায়াসে পারিব তোমায়,
স্ত্রী দূষিতা পুরুষের তরে![১২]

দেখ পয়ঃ সুধাময়,
গোমাংস সমান হয়,
হয় যদি লবণে মিলন ;—
বিষম সংযোগ সব দোষের কারণ !—

কি রতন রমণী তা না জানে যে জন, ৬১
বিষয় জড়িত যার চিত্ত,
পুরুষ প্রধান গুণ ললনা-তোষণ,—
যে তায় বিধাতা-বিড়ম্বিত,
প্রভুত্ব পীড়নে রতি,
রসহীন মূঢ়মতি,
হেন মিলে ললনা দূষণ ;—
স্থল দোষে স্বাতি জল বিকার যেমন !

কুটিলা, কঠিনা, নারী হেয় কাজে রতা, ৬২
কখন না বিশ্বাসিবে তায়,
শাস্ত্রে বলে, কখন না দিবে স্বাধীনতা ;
নর ভাল রচনা তোমায় !
আগে করি অস্ত্রাঘাত,
পরে দোষ রক্তপাত,
ধন্য মানি লেখনী তোমার !—
আবরিলে সব দোষ মসিলেপে যার !

বাক্যে গুণ কি বর্ণিব ললনা তোমার !— ৬৩
ভাবিয়া না হৃদে পায় পার !
হেন বিজ্ঞ কেবা, যে হইবে টীকাকার
বিধির বিচিত্র কবিতার !—
তুমি লক্ষ্মী নিলয়ের,
বাণী কাব্য মানসের,
ভ্রূ বিলাসী ধী মূর্ত্তি দুর্গার,
রাস-রসময়ী রাধা, প্রেমিক আত্মার !

সংসারের সুখ যত সকলি তোমার !— ৬৪
যে দিকে ফিরাই দু-নয়ন
লক্ষ্য হয় কেবল তোমার মহিমার
স্মরণ-কারণ অনুক্ষণ ;—
পেয়ে তব হৃদি ভর
বাঁচে মগ্নমান নর,
* * বট পত্রাকার ;
তরি তুমি ভব-পারাবার তরিবার !

যে প্রগাঢ় কাব্য পড়ি আননে তোমার ! ৬৫
বুঝাইতে ব্যগ্র হয় মন,—
যুক্ত বাক্য যোগাতে না শক্তি রসনার,
হৃদে ক্ষোভ মূকের স্বপন !

মনের মতন কায়,
কেমন বা মন তায়!—
কি গ্রন্থ নরের জ্ঞানহেতু!
স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধানে কি শোভন সেতু!

সেই দেশ সভ্য, যথা ললনা পূজিতা, ৬৬
কাব্য শ্রেষ্ঠ, নারী-বর্ণনায়,
সেই গৃহ, হৃদে যার নারী বিহরিতা,
পরিবার, নারী তুষ্টা যায়;
অধ্যাত্ম বিদ্যার সার,
রীতি-জ্ঞান ললনার;
নারী কর্ম্ম ধর্ম্ম এ সংসারে;
সেই ধন্য পুরুষ, আদরে নারী যারে!

নারী-মুখ সংসারের সুষমার সার, ৬৭
শ্রেষ্ঠ গতি নারীর গমন,
জ্যোতির প্রধান লোল আঁখি ললনার,—
আত্মা-নট-নৃত্য-নিকেতন!
নারী-বাক্য গীত জানি,
নারী-কার্য্য অনুমানি
সকরুণ লীলা বিধাতার!—
মর্ত্তে মূর্ত্তিমতী মায়া অঙ্গে অঙ্গনার!

মুঙ্গের—পীরপাহাড় :

৩০এ শ্রাবণ—১২৭৮। ১৪ই আগষ্ট—১৮৭১।

মাতা।

১

সুকোমল অঙ্কে নিয়া,
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পিযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া,
স্নেহ বাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননী কর পুনঃ বালক আমায় !
তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মাগো বিষয়ের রণে !—
তুমি গড়ে ছিলে যাহা,
আর আমি নাই তাহা,
তব প্রেম স্বর্গ কথা কিছু নাই মনে !—
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে !

২

ধন, মান, খ্যাতি, লোভ!
দিয়াছ বিস্তর ক্ষোভ!
আর কেন? পাও গিয়া চিনে না যে জন!
ছাড় আশা মিথ্যাচার!
দূর হ রে ব্যভিচার!—
(দেব রূপে ছদ্মবেশী দানব ভীষণ!)
রে স্বার্থ-পরতা খল!
যাও নিয়ে নিজ দল,—
কাপট্য, কাঠিন্য, চাটু, কটু, কুবচন!
দূর হ সংসার জ্ঞান!
করি কুমন্ত্রণা দান,
হরিয়াছ সব মম শৈশব ভূষণ!—
সারল্য, সন্তোষ, প্রীতি, প্রত্যয়ের মন!

৩

কোন সুখ স্বপ্ন কথা,
অন্তরে জাগিছে যথা,
ধীরে ধীরে হর্ষ শোচ সংশয়ের সনে;
যেন বা প্রবাস বাসে,
দূর হ'তে ভেসে আসে,
দেশ-প্রিয় গীত খণ্ড, সন্ধ্যা সমীরণে;

বৃদ্ধ কালে অন্বেষিয়া,
পূর্ব্ব-স্মৃতি মিলাইয়া,
স্বধাম সন্ধান বা কিশোর সন্ন্যাসীর;
জাতিস্মর হৃদে হেন,
প্রথম প্রকাশ যেন,
বিয়োগ-বিষণ্ণ মুখ পূর্ব্ব-প্রেয়সীর;
তুল্য এবে এ সব সে শৈশব স্মৃতির!

৪

নিজ অঙ্গ অংশ দিয়া,
এই তনু নিরমিয়া,
চিত হতে দিয়া চিত, দীপে দীপপ্রায়,
আমায় সৃজেন যিনি,
ধাতার স্বরূপ তিনি;—
জীব-দেহ, ব্রহ্মাণ্ড সমান তুলনায়।—
পর দেশ এ ধরায়,
অসম্বল অসহায়,
আসি আত্মা, পেয়ে যাঁর আতিথ্য কৃপার,
পথ-ক্লান্তি পাশরিয়া,
নব-সঙ্গি-সঙ্গ নিয়া,
রঙ্গ রসে পাশরে আলয় আপনার;
মহতী মহিমা, বাক্যে কে বর্ণিবে তাঁর!

৫

কভু ভার-নিপীড়িতা
বসুন্ধরা বিচলিতা ;
দোষ পেলে রোষ হয় উদয় পিতায় ;
সরসীর সুধা-পয়,
হিমপাতে শিলাহয় ;
সতত না পূর্ণ রয় সুধাংশু সুধায়';
করে মেঘ ধারা পাত,
কভু ঘটে বজ্রাঘাত ;
জগৎপ্রাণ, প্রাণ হরে মাতিয়া বাত্যায় ;
রবির মুখের হাসি,
বারিদে আবরে আসি ;
সমান প্রকৃতি কারু দেখা নাহি যায় !—
চির অবিকারী মাতা মমতা তোমায় !

৬

তুমি না ধরিলে দেহ,
দেহ না ধরিত কেহ,
না আসিত না বাঁচিত কেহ এ ধরায় !—
পৃথ্বী-আগমনে ক্লান্ত,
স্বর্গ-হারা আত্মা-পান্থ,
তব গর্ব্বে কি সুখের পান্থবাস পায় !—

দেশ কাল প্রবঞ্চনা,
নাই আশা বিড়ম্বনা,
হ্রাস বিনা শুধু যথা বৃদ্ধির বিহার!—
সম শান্তি সব দিন,
পর-পীড়া-ভয়-হীন,
নাই কিছু চিন্তা যথা তৃষ্ণার ক্ষুধার;—
তব হৃদি রসে শোধে বঞ্চনা সুধার!

৭

মর্ত্ত্য-বাসী, ত্রাসে ভাষে,—
"বহু দুঃখ গর্ব্ভবাসে,
মলালয়, অন্ধকূপ, স্বল্প-আয়তন"!
বিচারিয়া বিদ্যমান,
বলিতেছ অনুমান,
ভ্রান্ত নর! গর্ব্ভ তব আছে কি স্মরণ?
মলয়জ ছিল যাহা,
এবে মল বল তাহা,
সে বিশাল বিশ্বে, ভাব বিবর এখন!
স্তন্য তনু-উপাদানে,
এবে ঘৃণা বাসো পানে,
আবাল্য ভাবিয়া বুঝ বিকার আপন!—
ভব-শ্বান্-দংশিতের জননী জীবন!

৮

ধরাপরে করি বাস,
গর্ব্ভবাসে পায় ত্রাস,
ফণী-তুণ্ড মুণ্ডে, শঙ্কা মধুমক্ষিকায়!
আহার আহর তরে,
মরিতে কি শ্রমজ্বরে?
পারিত কি রাজকর পীড়িতে তথায়?
কাণে কাণে কহি কথা,
আশা কি আসিয়া তথা,
নাচাইত বানাইয়া বাতুল তোমায়?
হিংসা-কীট প্রবেশিয়া,
দাঁতে কি কাটিত হিয়া?
ছিল কি কৃপাণ, বাণ, কামান তথায়?
নিদ্রা কি হ'ত না পর-নারীর চিন্তায়?

৯

হইলে কৌতুকী তুমি
দেখিতে এ বিশ্বভূমি,
নিদারুণ কি বিয়োগ-দুঃখ দিলে মায়!
মাতৃগর্ব্ভ স্বর্গোপম,
ছাড়িয়া যযাতি সম,
হেট মুণ্ডে সংজ্ঞা-শূন্যে পড়িলে ধরায়!

পথে যে পাইলে কষ্ট,
হইল না প্রাণ নষ্ট,
সংসার-সন্তাপ-পাপ-ভোগের কারণ!
অবশ অচেত কায়,
নিপতিত সূতিকায়,
স্নান-রীতি দেখ, বহ্নি-তাপে আবাহন!—
তুমি দুঃখে কান্দিলে, হাসিল বন্ধুগণ!

১০

হেন সমাগম যার,
সুখ দিবে সে সংসার!—
(রোদনের রব, যথা জীবিত-প্রমাণ!)
আশার এ মিথ্যা বাণী,
যখন প্রত্যয় মানি,
থাকোনা কি হৃদে তুমি সাধারণ জ্ঞান!
কি প্রথম, পরিণাম,
চির দুঃখ ধরাধাম,
আসিয়া কেন্দেছ, কেন্দে ছাড়িবে ইহায়!
শ্মশানেতে, সূতিকায়,
দেখ শব, শিশুকায়,
উভয়ে অনল-তাপ, অবশ দশায়!—
হাসে কান্দে বান্ধবে, প্রভেদ এই তায়!

১১

যথা নয় দৃশ্যমান!—
এ হেন অভাগ্যবান
ধরণী কি আছে জীব কোথাও তোমায়?—
জন্ম যার দীনতায়,
বুভুক্ষায়, নগ্নকায়,
গ্রাস, বাস, শ্রমসাধ্য,—শক্তিহীন তায়!
আশায় অসুর যেন,—
কার্য্যকালে কীট হেন;
অতি দূরে দৃষ্টি ধায়,—অতি ক্ষুদ্র কর;
আয়ু বর্ষা-ঘনতম,
আশা ক্ষণপ্রভা সম!—
ইন্দ্রধনু চিত্রলেখা সম্পদ নিকর!
অশ্রু-বৃষ্টি কারণ, ভঙ্গুর কলেবর!

১২

এ হেন জীবন যার,
কি গতি হইত তার,
বিনা নারী, নর-দৈন্য-তিমির-তপন!
বাঞ্ছা-সুরতরুবর
যাঁর চারু কলেবর
অকাতরে বিতরে, প্রকৃতি-প্রয়োজন!

সৃজিবার, পালিবার,
প্রতিনিধি বিধাতার,
অবনীতে ইন্দু-মুখী ঈশ্বরী সাকার!
কাল-সিন্ধু-মুখে ধায়
সংসার,—সরিৎ প্রায়,
থাকিত কি এত দিন এ প্রবাহ তার?—
না পাইত যদি নারী-নির্ঝরের ধার!

১৩

মিলাইয়া হৃদি যুক্তি,
ভাবিলে বুঝিবে উক্তি,
জননীর ভাব-সিন্ধু অগাধ অপার!
বিশ্বচয় দ্বীপ প্রায়,
বলয়িত আছে যায়,
নর-বুদ্ধি-ভেলায়, কি পার পায় তার!
হের গিয়া সূতিকায়,
মূর্চ্ছিতা মাতার কায়,
কে বুঝে, কে বুঝাইবে প্রসব-বেদন!
সুত কান্দে,—কাণে যায়,
নয়ন মেলিয়া চায়,
করুণায় করে সব দুঃখ আবরণ!—
নব তনু লভি, মৃত পাশরে মরণ!!

১৪

এ হেন সূতিকা-স্থান,—
যথা সৃষ্টি ক্রিয়াবান,
ধাতার বিহার মাতা মূরতি সাকার !—
তাহারে অশুচি মানে,
পুরের অধম স্থানে,
ভ্রান্ত নরে, স্থাপনা রচনা করে তার !
রবিকর-বায়ু-হীন,
আর্দ্রতল, শয্যা দীন,
প্রসূতি, সন্ততি, দোঁহে নিপতিত তায় !—
নিত্য নব নব পীড়া,
কালের কৌতুক ক্রীড়া,
হয়ত বা ফুলকলি ছিঁড়ে নিয়া যায় !—
রেখে মাত্র চিরস্মৃতি শোকের কাঁটায় !!

১৫

সূতি-গৃহ বেদি হেন,
গুর্ব্বী বলি-পশু যেন,
অজ্ঞ ধাত্রী ঘাতক, গৃহস্থ যজমান !
না পড়েছে কোন তন্ত্র,
না জানে শরীর-যন্ত্র,
হিতাহিত অবিদিত ভ্রান্তির নিদান,—

নীচ জাতি নীচাচার,
নিকটে না যাই যার,
তিনি ধাত্রী ষষ্ঠী দেবী, এ কোন্ বিধান!
ঘোর গর্ত্ত, অনাময়
সূতি সেই ভয়ময়,
তায় ধাত্রী মূর্খ বৈদ্য, শমন সমান,
ঔষধ অনলতাপ, কটু পথ্যদান।

১৬

দান, বাদ্য, হুলীরব,
যার জন্মে মহোৎসব,
পশুর অপ্রিয় পুরে, সে নব কুমার!—
হেন-মণি-খনি যিনি,
প্রাণসম প্রণয়িনী,
কি অপরাধিনী, হেন দুঃখ দশা তার!
তৃণ শয্যা, ম্লান চীর,
কটু ভক্ষ্য অরুচির,
অগ্নিকুণ্ড দেখে ডরে তাপস পলায়!
নিকটে না যায় কেহ,
ধাত্রী, হড্ডিকিনী সেহ!
হেন তুমি বাঙ্গালী নির্ম্মম শিলাকায়!—
"ক্ষীণা নরা নিষ্করুণা" প্রমাণ তোমায়!

১৭

ক্ষীণ নব কলেবর,
সহজ সন্তত জ্বর,
কেন না ধরিবে ব্যাধি নিকেতনে হেন ?
ওঝা আসি দেখে সাজ,
বলে এ প্রেতের কাজ !
সত্য, পূতিগন্ধ সূতি প্রেতপুর যেন !
লোলুপ কোমল গ্রাসে,
যম, আস্বাদিয়া হাসে,
কে জানে জননী প্রাণে কি হয় তখন !!
পুরুষ ! বিষয়ে রত
তুমি, কি বুঝিবে তত !—
জেনেছ কি জানু পেতে প্রসব-যাতন ?
সমান তোমার ধন-নন্দন-বেদন !

১৮

জননীর শোক যথা,
মূকের দুঃখের কথা,
কেবল জানেন হৃদি বিরচিত যাঁর !!
চির শ্যামালতা যেন,
চির নব ব্যথা হেন,
ব্যর্থ-যোগ-জীর্ণ ক্ষুব্ধ যোগীর প্রকার ;—

শয়নে ভোজনে পানে,
একধ্যান সদা প্রাণে,
বিরলে বসিলে জলে প্লাবিত বয়ান !
পর শিশু সমবয়,
স্নেহ তারে অতিশয়,
কেন হৃদে ধরে তারে, কে জানে সন্ধান !—
মানসের ধ্যানের সে প্রতিমা সমান !

১৯

জীবন অরুচি সহ
কাটে, হেন অহরহ,
হয় 'মৃত-বৎসা' অপযশ অনাদর ;
পুনঃ সুত-সম্ভাবিতা,
মাতা হৃদি বিকম্পিতা,
আছে সেই ধাত্রী, সেই সূতিকার ঘর !
কভু ছাড়ি সন্ততিরে,
ধরে কাল, প্রসূতিরে,
কাটিলে বিটপ, তায় ফল কি এড়ায় ?—
পেয়ে অপালন-ব্যথা,
যায় শিশু মাতা যথা,
বিনা প্রেমময়ী মাতা, আগন্তু আত্মায়
কে রাখিবে ভুলাইয়া, প্রবাস-ধরায় ?

২০

যদি বেঁচে যায় প্রাণ,
তনু তবু বলবান্
সন্ততির প্রসূতির আর না কখন !—
যদি না চর্ব্বিয়া খায়,
খল-কাল, চেটে যায়,
যুবতী প্রসূতি জীর্ণা জরাতি যেমন !
কোথা বা শিশুর ক্রীড়া,
নিত্য নব নব পীড়া,
মরু-মহীরুহ-তনু অবল অসার !
নানা উপাদেয় ভোগে,
বিবিধ ঔষধ যোগে,
বাঙ্গালী বলিষ্ঠ নও, হেতু এক তার
বলবান্ জেনো, নিজ-সূতিকা-ব্যাপার।

২১

আসি বিধি, সূতিকায়,
কপালে লিখিয়া যায়,—
নর-ভাবি-শুভাশুভ,—অখণ্ড লিখন ;
যে জন জেনেছে তথ্য,
সে ইহা মানিবে সত্য,
সূতিকায় শুভাশুভ বীজের বপন !—

বিদ্যা, খ্যাতি, মান, ধন,
স্বগণের সন্তোষণ,
জপ, যজ্ঞ, যোগ, দান, ধর্ম্ম, তপস্যায়,
সবে তার অধিকার,
অনাময় তনু যার,
স্বাস্থ্য-তরু,—চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে যায়!—
হেন স্বাস্থ্য পাই বা হারাই সূতিকায়!

২২

আত্মীয়-যমের চরে,
চেপে ধ'রে চিতাপরে,
অবলায় হেথায় বধিত অগণন!
দণ্ড-ভয় দেখাইয়া,
বারিলে সে প্রেত-ক্রিয়া,
হে ইংরাজরাজ—দাস-দুর্গতি-দলন!—
দস্যুদল যাঁর ডরে,
অসি ছাড়ি হল ধরে,
পীড়ন-কণ্টক-বন-কর্ত্তন-কুঠার!
হিন্দুর সূতিকা-ঘরে,
প্রসূতি সন্ততি মরে,
হে অনাথ-নাথ! জ্ঞাত নয় কি তোমার?
কে বল অবলা-বল, রাজা বিনা আর!

২৩

বাঙ্গালী বাহিরে যায়,
কোথায় না মারি খায়!
বাঙ্গালী প্রবল মাত্র ঘরে আপনার।
সকলে প্রহারে যারে,
সেই কেশে ধ'রে মারে,
কি লজ্জা, কি অভাগ্য, হিন্দুর মহিলার!
অন্ন না থাকুক ঘরে,
আগে গিয়া বিয়া করে;—
প্রভুত্ব-লালসা-তৃপ্তি, প্রয়োজন তার।
রমণী-হৃদয়ানলে,
দীর্ঘ-শ্বাস-বায়ু-বলে,
হে ভারত, দগ্ধ তুমি স্বর্ণ লঙ্কা প্রায়!—
কত সীতা কান্দে দেখ সতত তোমায়!!!

২৪

রমণীর গুপ্ত মর্ম্ম,
কোমল, করুণ ধর্ম্ম,—
পুরুষ বিষয়ে ব্যস্ত, কি বুঝিবে তার?
ভাব চক্ষে নিরখিয়া,
দেখিলে মায়ের ক্রিয়া,
বুঝিবে রে কি কোমল হিয়া ললনার!

জননীর হৃদি হেন,
ক্ষীরোদ্ সাগর যেন,
যথা, বিশ্ব-পালন গুণের অধিষ্ঠান ;—
কাল কেশ আলুলিত,
কুচ সনে বিজড়িত,
ভাবুকে, বাসুকি যুত মন্দার সমান !—
দেবরূপী শিশু করে পয়ঃ-সুধা পান !

২৫

ভব-দুঃখ-দস্যু-ত্রাণ
মাতৃ-গর্ত্ত দুর্গ-স্থান
ছাড়ি, হীনবল নর নির্গত যখন ;—
মাতা হৃদি চর্ম্ম দিয়া,
না রাখিলে আবরিয়া,
হ'ত কিবা দুর্গতি, বাঁচিত কতক্ষণ !
এ সংসার সিন্ধু জানি,
নর জন্ম মগ্ন মানি,
মাতার হৃদয়-দ্বীপ তায় পরিত্রাণ ;
ত্রিতাপ, শ্বাপদদল,
অবনি, অরণ্য-স্থল ;
মাতৃ হৃদি, শঙ্কা-শূন্য সিদ্ধ তপঃস্থান !
মহি মরু, মাতা মায়া সরসী সমান !

২৬

ত্রাসে, ক্ষোভে, শোকে, দুখে,
আগে নাম উঠে মুখে,—
কিবা একাক্ষরী মন্ত্র,—মানব-তারণ !!—
যার শব্দে যমচরে,
নিকটে আসিতে ডরে ;—
এ ভব-অশুভ-ঘন-দক্ষিণ-পবন !
নিলে নাম রসনায়,
হৃদয়ের পাপ যায়,
কুমতি পিশাচী, দ্রুত করে পলায়ন !—
নাম সঙ্কীর্ত্তন যথা,
ভক্তি, দয়া, প্রেম তথা ;—
ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া,—ঈশ-পরিজন !
হেন জনে, কার সনে করিব তুলন !!

২৭

যে যত্নে, যে যাতনায়,
সন্তানে বাঁচায় মায়,
সবিস্তারে বর্ণিতে না শক্তি সারদার !
সদা ব্যগ্র, সদা ত্রাস,
শূন্য অন্য অভিলাষ,—
এক ধ্যান, এক চিন্তা, নিয়ত মাতার ;—

অনশন, জাগরণ,
নানা দেবে নিবেদন,
হৃদি-সিন্ধু দোলে, অল্প-হেতু-মৃদু-বায় !
যদি দিলে নিজ প্রাণ,
পায় সুত পীড়া-ত্রাণ,
মমতা-নিকেত মাতা, কাতরা না তায় !—
বিগলিত হৃদি, চির-স্রবিত ধারায় !

২৮

ক্ষুদ্রকায়, চেষ্টা-হীন,
শিশু সুত নিদ্রা-লীন,
নিকটে বসিয়া মাতা, অনিমেষে চায় !
তমোময় নিশাযোগে,
বিশ্ব মুগ্ধ নিদ্রা-ভোগে,
সজাগর প্রহরী, বিধাতা যেন তায় !
চাহিয়া মায়ের মুখে,
শিশু সুত হাসে সুখে,—
হাসে মাতা, কে বুঝে আনন্দ পরিমাণ !—
কবি, ভাবগ্রাহী যেন,
দুজনে মিলন হেন,—
প্রেম-কাব্য চর্চ্চায় উভয়ে ফুল্লপ্রাণ !
প্রসূতি সন্ততি, সিন্ধু সুধাংশু সমান !

২৯

বহ সংসারের ভার,
কর নর অহঙ্কার!—
এসো, কর নারী সনে কার্য্য বিনিময়!—
কান্দে শিশু উভরায়,
সান্ত্বনা কর হে তায়,
অনশন, জাগরণ, দেখি কত সয়!—
কর যদি ঠেকে দায়,
সুখ না বাসিবে তায়,—
অরুচির আহার, অপ্রেমের পালন!
বাল্যে মাতা হত যার,
আছে কি সংসারে আর
তার সম তাপিত, দলিত, অভাজন!!—
বিটপ-বিহীনে দল ভূতলে যেমন!!

৩০

কেমন নির্ম্মম তারা,
জননী থাকিতে যারা,
জননী বঞ্চিয়া রাখে সন্তান আপন!—
উদাসিনী নারী আনি,
অতি হেয় কার্য্য মানি,
তারে সমর্পণ করে, সন্তান-পালন!—

নিজ-সুতে পরিহরে,
সুতে সঁপে তার করে ;—
কিম্বা সুত-মৃতা বিষঘট স্তন যার ;—
অথবা মমতা-হীনা,
চির কুক্রিয়ায় লীনা,
বারাঙ্গনা,—অঙ্গ যার আময়-আধার !—
মানি, কাল-কংস-দূতী পূতনা-প্রকার !

৩১

এ সব না দোষ রয়,
তবু ধাত্রী দোষালয়,—
শিশুধাতু সনে স্তন্য না হয় মিলন ;—
হয় পাকে গুরু হয়,
নয় লঘু অতিশয়,
বিবিধ বিধানে ব্যাধি দেয় দরশন।
সন্ততির স্বাস্থ্য তরে,
মাতা উপবাস করে,
সংগোপনে ধাত্রী করে কুপথ্য আহার ;
মাতা তোষে প্রিয় ভাষে,
অশ্রু ভুলে শিশু হাসে,
ধাত্রী গর্জ্জে, ডরে শিশু নাহি কান্দে আর ;
এরূপে বেতনে বহে মমতার ভার !

৩২

স্তন পান করে যার,
প্রবৃত্তি, প্রকৃতি তার,
আছে বিধাতার বিধি, অবশ্যই পায় ;
দাসী হ'তে দূষ্য যারা,
ধাত্রী-পদ পায় তারা,—
নীচাচার, নীচমতি, রত কুক্রিয়ায় ;—
তায় তার সহবাস !—
সন্তানের সর্ব্বনাশ,
ভাবি-শুভ-আশা-মূলে কীটের সঞ্চার !
বড় ঘরে ছোট কর্ম্ম,
দেখে ভেবে বুঝ মর্ম্ম,—
কার স্তন পান, বাল্যে সহবাস কার !
ধন্য ধনী, ধাত্রী রাখা ব্যাভার তোমার !

৩৩

দয়া-সত্য-শৌর্য্য-ধাম,
ভুবন-কম্পন-নাম,
সভ্য-জাতি-মণি-মালা-শিরোমণি-প্রায় !—
এ হেন ইংরাজ যাঁরা,
এ দেশে জন্মিলে তাঁরা,
কেন নিজ জাতি-গুণ-নিকর হারায় ?

শার্দ্দূল মার্জ্জার যেন,
বাজী-বর খর হেন,
ইংরাজ ফিরিঙ্গি রীতি ভেদ কে না জানে!
বায়ু বারি মৃত্তিকায়,
অনায়াসে দোষা যায়;
নীরবে উত্তরে তারা, শুন জ্ঞান-কাণে,—
"সুশীল কি হবে হড্ডিকিনী-স্তন-পানে!"

৩৪

তোলা জলে করি স্নান,
মাটি তুলে বপি ধান,
ঔরস অভাবে করি দত্তক গ্রহণ,
কাঁচা ফল তুলে নিয়া
পাকাই অনল দিয়া,
প্রতিনিধি যোগে যথা রাজ্যের রক্ষণ,
ব্রহ্মানন্দ না পাইয়া
মত্ত মন সুরা পিয়া,
পত্নী-পরিবর্ত্তে করা গণিকা-গমন,
মুখে না কহিয়া কথা
ইঙ্গিতে বুঝান যথা,
কৃত্রিম দশন, কেশ, ধারণ যেমন;—
এ হ'তে অধম মানি ধাত্রীর পালন!

৩৫

ধাত্রীর পালিত যারা,
কেন না কহিবে তারা,—
"কিসে আমি ঋণী আছি পিতার, মাতার ?—
পশুধর্ম্ম-পরবশে,
ভুঞ্জিবারে রতিরসে,
ঘৃণাঙ্কর জনম, কি কৃতজ্ঞতা তার ?"
হীন-মতি পশু যারা,
ধাত্রী নাহি রাখে তারা,
সবে সযতনে পালে, আপন সন্তান ;
জন্ম দিয়া কামাচারে,
ব্যথাবাসো পালিবারে,
তুমি বড় মানুষ ক'রনা অভিমান ;—
পশুপালে, পশু নাই তোমার সমান !

৩৬

পরে সুত সমর্পিয়া,
অঙ্গরাগ অঙ্গে দিয়া,
রঙ্গে কাল কাটে,—বিষ্ঠা মূত্রে অতিভয় !
জীব-লোক-সুধা যাহা,
যন্ত্রে নির্যাসিত তাহা !—
অতি উচ্চ পীন কুচ নত পাছে হয় !

এ হেন জননী যিনি,
প্রসবের ডরে তিনি,
ভ্রূণ না বধেন কেন এড়াইয়া দায়!
মাতৃভক্তি নাম যার,
প্রাসাদে না গতি তার,
ধাত্রীর পালন দ্বারপাল রোধে তায়!—
না দিয়া পিরিতি কবে কে পায় কোথায়!

৩৭

নর-বাঞ্ছা-কল্পতরু,
তুমি মাতা প্রেমগুরু,
তুমি না শিখালে প্রেম শিখিবে কোথায়!
নরের হৃদয় ভূমি,
কৃষক সমান তুমি,
তুমি ছেড়ে দিলে স্বতঃ কাঁটা ফুটে তায়!
সিঞ্চিলে স্নেহের জল,
তবে হবে ফুল ফল,
নর-আত্মা লতা, মাতা মালী তুমি তার!
সকল মঙ্গল-ধাম,
সুখভরা 'মাতা' নাম,
হায় তায় রটিল কলঙ্ক কামাচার!
রে অভাগ্য-ধর নর! কি হবে তোমার!

৩৮

সন্ততি সুখেতে রবে,
অরোগী দীর্ঘায়ু হবে,
সমাজে গণিত হবে নীতি-পরায়ণ ;—
শুভ কাজে অনুরক্ত,
হবে মাতা পিতা ভক্ত,
প্রিয় কার্য্য করিবে, না লঙ্ঘিবে বচন ;—
বিবিধ বিপদ-ভরা,
এলে সুখহরা জরা,
সযতনে সুতে সেবা করিবে তখন ;—
হেরে পুত্র আচরণ,
পুণ্য গাবে দশ জন ;—
মনে যদি থাকে মাতা বাসনা এমন ;—
নিজ অঙ্কে লও পুত্র—দ্যুলোক-পাবন !

৩৯

বেশ, ভূষা, অলঙ্কার,
গন্ধ, মাল্য, উপহার,
ইথে কি নারীর শোভা বাড়ায় তেমন ?
যথা ধৃত অঙ্কোপর,
কিশলয়-কলেবর
শিশু, ফুল্ল-কপোল স-কজ্জল-নয়ন !—

লোচনের সুখকরী,
যেন কলেবর ধরি
বালেন্দু-ভূষিতা সন্ধ্যা, উদিতা ধরায় !—
অথবা হরির মায়া
ধরিয়া মাতার কায়া,
বিশ্ব-বিধারণ সুতে ধরিয়া বুঝায় !—
সন্তোষের সহ যেন শান্তি শোভা পায় !!

৪০

অলঙ্কৃতা, সুত-হীনা,
চারু তনু, নেত্র বিনা,
অন্ধ সমা নারী,—সদা অশুভ চিন্তন ;—
শ্যামল বরণ বিনা,
যেন মরু শোভা হীনা,
করে মরীচিকা মায়া নগর রচন ;—
নাই ফুল ফল লেশ,
যেন হেন তরু বেশ,
পরিপূর্ণ কেবল কু-কল্পনা কাঁটায় ;—
বিনা সকরুণমতি,
যথা পরকীয়া-রতি,
পশুধর্ম্ম-প্রবল চঞ্চল লালসায় ;—
জ্ঞান-হীন উদাসীন পূর্ণ কামনায় !

৪১

স্নুত মাতা পরস্পরে,
প্রথমে যে প্রেম করে,
সংসারে কি আছে প্রেম কোথাও তেমন !
সদা ধ্যান একমুখ,
একাধারে সব স্নুখ,
একের হইলে জ্বর, জ্বরে অন্য জন !
বিচ্ছেদে উভয় চিত,
বিচলিত বিকলিত,
একের নয়ন, অন্যে ঝরে স্তনধার !
মিলনে কি স্নুখোদয়,
সব দুঃখ তাপ লয়,
স্বর্গ-স্নুধা-ভোগ নয় সমতুল তার !—
কার সনে হেন প্রেম কবে হয় আর !

৪২

সংসার ব্যাপার হায়,
প্রেমের বাণিজ্য প্রায়,
মূলধন-দাতা তার মাতা মহাজন !—
লাভ যার পর পর,
সহোদরা, সহোদর,
আত্মীয়, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, বান্ধব, স্বগণ !

এ জীবন দান যাঁর,
উদাসীন ভাব তাঁর,
এ ভবে না তাঁর সনে কোন প্রয়োজন ;—
এ হেন জনক যিনি,
জননীর যোগে চিনি,
ঘ্রাণ-যোগে বনে গুপ্ত কুসুম যেমন !—
গুণ যোগে জানি যথা জগত্-কারণ !

৪৩

দুষ্ট সুতে শাসিবারে,
উঠে কর মারিবারে,
সেই কর থেমে পুন তুলিয়া নাচায় ;—
কিম্বা যদি পীঠে পড়ে,
তায় না কঙ্কণ নড়ে,
খল খল হাসে শিশু, হাসে মাতা তায় ;
যদি দৈব ঘটনায়,
প্রহারে বেদনা পায়,
কিছু ক্ষণ কেন্দে শিশু খেলিবারে যায় ;—
মাতা গৃহ কর্ম্ম করে,
বিরলে নয়ন ঝরে,
মনের সন্তাপ আর কিছুতে না যায় ;—
হৃদে যেন কণ্টক, বেদনা পায় পায় !

৪৪

মাতৃস্তন-সুধাপানে,
সিত সুধাকর মানে,
নবীন কোমল কায় ক্রমে বর্দ্ধমান !
নিত্য নব নব কত,
বিকশিত ভাব শত,
জননীর আনন্দের কে পায় সন্ধান !
দন্তাঙ্কুর শশিছটা,
হাস্য কৌমুদীর ঘটা,
তিরোহিত গৃহীর গৃহের অন্ধকার !
বিচরণ পায় পায়,
পতন আঘাত পায়,
ঘটে কত আপদ, কি হবে তায় তার ;—
মুখে মাতৃ-নাম মহামন্ত্র সদা যার !!

৪৫

বালকের উপদ্রব,
নিত্য নব কত কব,
মাতা বিনা, সহিতে কি পারে অন্য জন !
যা দেখিবে তা চাহিবে,
সাধ্যাসাধ্য না বুঝিবে,
গগনের চাঁদ চায়, না পেলে রোদন ;—

মাতার হৃদয়োপরে,
প্রহারে যুগল করে,
সবলে কুন্তল ধরি করে আকর্ষণ ;—
জননী বেদনা পায়,
সরোষ নয়নে চায়,
চোকে চোকে মিলে পুন হাসে দুইজন !—
আছে কি প্রেমের ছবি কোথাও এমন !

৪৬

কোন্ দ্রব্যে উপমিয়া,
বুঝাইব বিশেষিয়া,
প্রেমময়ী জননীর হৃদয় যেমন !
যেন গিরি-প্রস্রবণ,
উচ্ছ্বলিত অনুক্ষণ,
অতুল বিমল তৃপ্তি তন্দ্রা নিকেতন !—
পূর্ণিমার শশী যেন,
ত্রুটি-হীন পূর্ণ হেন,
শীতল সুখদ সুধা অজস্র স্রবিত !
মধুচক্র—মধু ঝরে,
মধু-বোলে মুগ্ধ করে ;
কুবেরের ধনাগার চির বিতরিত !
করুণা বালার খেলা-ঘর বিরচিত !

৪৭

সুতের অশুভ যায়,
যদি শত সুখ তায়,
জননীর চিত কভু সে দিকে না চায়!
সদা পুণ্য পথে গতি,
কোমল করুণ মতি,
মাটিতে চলিতে কীট দলিতে ডরায়!
যদি কভু ক্রোধ ভরে,
কারে' কটু উক্তি করে,
অভিশাপ ডরে পুন ধরে তার পায়!
সুতের প্রশংসা ভরে,
হৃদয়ে না হর্ষ ধরে,
উছলে নয়ন, স্তন স্রবিত ধারায়!—
পুণ্য-প্রেম-আপ্লাবন ধরে না ধরায়!

৪৮

সুরভি-পরশভরে,
যথা শূন্য তরুপরে,
প্রকটে কলিকাকুল বিবিধ বিধান;—
জননীর শিক্ষা দানে,
সেরূপ শিশুর প্রাণে,
বিকশিত নিত্য নব ভাব নব জ্ঞান;

মালী যথা কীটকুলে,
বধে তরু হ'তে তুলে,
ধ্বংসে মাতা, সহজাত কুমতি তেমন ;—
দেব গুরু প্রণমিতে,
প্রিয় বাক্য সম্ভাষিতে,
ছাড়িতে অশুভাচার, অসত্য-ভাষণ ;—
কে ত্বরা শিখাতে পারে সাবিত্রী যেমন !

৪৯

প্রভাতের অধ্যয়নে,
ত্বরা পাঠ বসে মনে,
শৈশব সমান কাল নাহি শিখিবার ;—
অঙ্কুরে নমিত হয়,
তরু চির বাঁকা রয়,
এ জনমে নাহি ঘুচে বাল্যের সংস্কার ;—
মাতার মুখের বাণী,
শৈশবে নিশ্চিত মানি,
মুষ্টি মধ্যে বারণ, বিশ্বাস তায় করে ;—
এক বর্ষে শ্রম ভরে,
যে কিছু শিখাবে পরে,
এক মাসে মাতৃ-বাক্যে হৃদয় তা ধরে ;—
তুষিয়া শিখাবে মাতা, প্রহারিয়া পরে !

৫০

পাঠশালা-বিবরণ,
স্মরিয়া চমকে মন,
ধরাপরে যম-সভা স্থাপিত যেমন!—
রোদন, কম্পন, ভয়,
তর্জ্জন, গর্জ্জন ময়;—
গুরুমহাশয় যেন সাক্ষাৎ শমন!
ভ্রূকুটি কুটিল নেত্র,
করে বিঘূর্ণিত বেত্র,
স্মরিয়া প্রভাতে রূপ বিকম্পিত প্রাণ!
ভয়ে পোরা হৃদি স্থান,
কোথায় পশিবে জ্ঞান,
এ জন্মে না বিদ্যার বিরাগ-সমাধান;—
সরস্বতী হেরি যেন রাক্ষসী সমান!

৫১

বিরাগের শিক্ষা হেন,
ঘৃণার আহার যেন,—
তুষ্টি, পুষ্টি, কভু তায় না হয় সঞ্চার;—
বোধ পাকহীনতায়,
বিস্মৃতি বমন প্রায়,
বৃথা যায়, শ্রম মাত্র চর্ব্বণ চর্চ্চার;

পর হৃদি না গণিতে,
দুর্ব্বলেরে দুঃখ দিতে,
শঙ্কায় করিতে মিথ্যা-শপথ গ্রহণ ;—
যে চুরি না ধরা যায়,
কোন পাপ নাহি তায়,
প্রভুত্ব পাইলে হয় করিতে পীড়ন ;—
কেঁন্দে শিখি পাঠশালে কুনীতি এমন !

৫২

হেতু যদি স্ত্রী-শিক্ষার,
কিছু নাহি পাও আর,
সন্তানের শিক্ষা হৃদে করহ স্মরণ ;
আপনি বিষয়ে রত,
অবকাশ নাই তত,
শিশু সুত মাতা ছাড়া নয় একক্ষণ ;
জননীর স্তন পান,
জননীর শিক্ষা দান,—
দেহ, মন, কিছুতে না পূরে হেন আর ;
পুত্র সুপণ্ডিত হয়,
পণ্ডিতে অমৃত কয়,
সে সুধা ভুঞ্জিতে শুধু অধিকার তার,—
গুণবতী রমণী নিলয়ে আছে যার !

৫৩

যথা স্বচ্ছ সরোবরে,
স্বতঃ নিজ হৃদে ধরে
তট-তরু-প্রতিমা অভেদ ফুল ফল ;—
যন্ত্র-যোগে ছায়া পায়,
দ্বিরদ-রদনে তায়
প্রকটিত যথা প্রতিরূপ অবিকল ;—
আঁখি, রূপ দেখে যার,
আঁখি মাঝে বাস তার ;—
নিজ ভূমি-বরণ সলিল যথা পায় ;—
মাতার প্রকৃতি যাহা,
সুতে স্বতঃ পায় তাহা,
জননীর দোষ গুণ কিছু না এড়ায় ;—
তথাপি বিরাগ-বোধ নারীর শিক্ষায় !

৫৪

নারী হৃদি, বিধাতার
সাক্ষী চারু শিল্পিতার !—
সমুদয় সংসারের সুখ করে যার !—
আছে দেহে আত্মা যার,
পাপ পুণ্যে অধিকার,
না বুঝি কি হেতু শিক্ষা নাহি চাই তার !

অতি উর্ব্বরতা যায়,
বীজ না বপিলে তায়,
সে ভূমি প্রসবে স্বতঃ কণ্টক-কানন ;
প্রকৃতির দান যাহা,
শিক্ষা চর্চ্চা চায় তাহা,
নতুবা বিকার তার কে করে খণ্ডন ;—
প্রেমিক লম্পট হয়, দস্যু শূরজন !

৫৫

সুত নিজ ঘরে রয়,
তার সব শিক্ষা হয় ;—
পর-গৃহে যায় কন্যা শিক্ষা নাই তার !
পণ্ডিতে—নির্গুণ জনে,
পরবাসে, মৃত্যু গণে ;
বুঝ মনে প্রয়োজন সুতার শিক্ষার ;
প্রকৃতি না জানি যার,
হেন পর পরিবার,—
শ্বশুর, শাশুড়ী, দাস, দাসী পুরজন,—
তুষিতে পারিলে সবে,
দুহিতার সুখ হবে ;—
নতুবা নয়নে নীর-ধারা অনুক্ষণ !
কিসে পরে তুষিবে অবশ নিজমন !

৫৬

দেখ হিন্দু-পরিবার,
কি কলহ অনিবার,
কুণ্ঠিতা কমলা কাছে নাহি যান ডরে!
বনিতার ইচ্ছা যাহা,
মাতার অপ্রিয় তাহা,
কি বিপদ-গত নর, বিবাহের পরে!!
ডুবে ভার্য্যা-অশ্রু-জলে,
পুড়ে মাতৃ-রোষানলে,—
হিত না বলেন পিতা, বিবাদে ভ্রাতায়!—
গৃহী পেয়ে পরিতাপ,
বলে "নারী কিবা পাপ!"
রে মূঢ়! কাতর কেন থাকিতে উপায়?—
খেদ ছাড়, যত্ন কর ললনা-শিক্ষায়।

৫৭

কোথা শিক্ষা ললনার,
হৃদয় গ্রহণ তার!
কোথা দ্রুত ধেয়ে গিয়ে কেশ আকর্ষণ!
সুমধুর শব্দ সহ,
কোথা পাঠ নীতিবহ!
কোথা চটচট চর্ম্ম-পাদুকা পতন!

কোথা উপজিবে ধর্ম্ম !
কোথা উড়ে গেল চর্ম্ম !
কোথা নব জন্ম হবে ! কোথা প্রাণ যায় !
বাধ্য-শীল, শিষ্ট মতি,
কোথা শুভ চিন্তা রতি !
মনে মনে অভিশাপ মর্ম্মের ব্যথায় !—
পীড়া দিয়া কার প্রিয় কে হয় কোথায় !

৫৮

হয় যেই বলবান্,
পীড়নে উত্তর দান,
প্রকাশে সে ক'রে দেয় প্রহারে প্রহার ;—
বল-হীন বপু যার,
ছল হয় বল তার,
কপটে কৌশলে, শোধে বৈরিতার ধার !
শিখাবান হ'তে নারে,
ধূমাইয়া মর্ম্মে জারে !—
জানিবে রমণী-রোষ তুষানল প্রায় !
কেবা হেন আছে হীন,
পীড়নে যে কোপ হীন ?
পদাঘাতে নীচ কিচ্ শির পরে ধায় ;
প্রকাশে পীড়িবে, নারী শুধিবে ছুতায়।

৫৯

"বিদ্যা হ'লে ললনার,
বাধ্য না থাকিবে আর,
পুরুষে না মানিবে, হইবে অভিমানী" !—
সুত বিজ্ঞ হ'লে পরে,
মাতায় অবজ্ঞা করে,
হেন যদি হয়, তবে হেন কথা মানি ;—
"হ'লে নারী বিদ্যাবতী,
কখন না থাকে সতী,
কামিনী কামাগ্নি, বিদ্যা হবিঃ হেন তায় ;"—
হেন ভ্রম হৃদে যার,
যুক্তি কি করিবে তার !
হা বাণি ! গণিকাদলে গণে সে তোমায় !
পুরুষেরা বিদ্যা-বিষ কেন তবে খায় !

৬০

থাকিতে পিতার ঘরে,
কিছু যদি শিক্ষা করে,
বিবাহ হইলে সব পাঠ সাঙ্গ পায !
থাকে নিয়া গৃহ-কাজ,
কিম্বা বেশ, ভূষা, সাজ ;
দৈবে যদি কভু ঘটে অবকাশ তায়,—

দূষ্য গ্রন্থ দেশময়,
পাঠে করে কাল ক্ষয়,
নারী-পাঠ্য গ্রন্থ অল্প, কেবা তা পড়ায়!
কুপথ্য ক্ষুধায় খায়,
ঘোর রোগে পড়ে তায়;—
হেন মতে স্বভাবের বিকার ঘটায়!
শিক্ষা নয়, শিক্ষার অভাব হেতু তায়।

৬১

সংসারের সুখ যত,
সব বুদ্ধি-অনুগত,
নারী নরে পরস্পরে সংসার চালায়;
নারী অশিক্ষিতা যথা,
অর্দ্ধভাগ বুদ্ধি তথা
ক্রিয়াহীন রয়, কিম্বা রত কুক্রিয়ায়!—
এক কর ভগ্ন যার,
কোন্ কাজে সুখ তার!
এক পদ খঞ্জের গমন অগত্যায়!
একে বিদ্যা-বিবর্জিতা,
তায় চির-নিপীড়িতা,
তুমি যা করিবে, নারী উলটিবে তায়।
হিন্দু গৃহী হত, হেন দ্বন্দ্বজ পীড়ায়!

৬২

ভ্রান্তি-বোধ পরিহর,
স্ত্রী-শিক্ষায় যত্ন কর,
হে হিন্দু, ধরায় তুমি খ্যাত বুদ্ধিমান্!
জায়া, ভগ্নী, কন্যা গণে,
শিক্ষা দেহ সযতনে,
সমাজ অশুভ সবে পাবে পরিত্রাণ!—
গৃহে না কলহ রবে,
পরিবারে প্রীতি হবে,
জন্মিবে বলিষ্ঠ, শিষ্ট, সুত সুতাগণ;
কষ্টের অর্জ্জিত ধনে,
ভোগে সুখ হবে মনে,
দিতে নাহি হবে ধাত্রী গুরুর বেতন;—
হবে তব নিলয়, কমলা-নিকেতন!

৬৩

ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম,—
নারী চতুর্ব্বর্গ-ধাম,
শাস্ত্রে যা বলেছে, তুমি দেখ পরীক্ষায়;
তুলিয়া শিক্ষিত জনে,
অশিক্ষিত জন সনে,
বুঝে দেখ অন্তরে বিদ্যার মহিমায়!

অর্দ্ধ অঙ্গ নারী যাহা,
ক্রিয়া-হীন আছে তাহা,
পক্ষাঘাতী সম তব কাতর ব্যাভার;
আছ সদা জ্বালাতন,
নিন্দ নারী অনুক্ষণ,
কিন্তু বুঝে দেখ দোষ সকলি তোমার !—
বিষ-কীটে ভরা তরু, মালী তুমি তার !

৬৪

নগরে স্ত্রীশিক্ষা হয়,
তায় কিবা ফলোদয় !—
সৌধ-শিরে দীপ কিন্তু ভিতরে আন্ধার !—
গ্রামে গ্রামে বিচরিয়া,
নারী-দুঃখ দেখ গিয়া,
যা ছিল তা আছে, কোথা প্রতিকাব তার !
স্ত্রীশিক্ষা না রাজ-সাধ্য,
রাজা ইথে নহে বাধ্য,
এ তোমার গৃহকর্ম্ম কর্ত্তব্য তোমার ;
নারী বেশ ভূষা পরা,
ভিতরে বিকার ভরা,
কবরের পরে চারু প্রাসাদ প্রকার !—
অন্বেষিয়া পাই শব অভ্যন্তরে তার !

৬৫

মিষ্ট দ্রব্য একা খায়,
স্ত্রী, পুত্রে, না দিতে চায়,
তার সম নরাধম কেবা আছে আর!
বিদ্যা সম এ ধরার,
কিবা উপাদেয় আর,
একা তুমি খাবে, বুঝ নিজ অবিচার!
মূর্খসঙ্গ আশঙ্কায়,
বলি নাহি স্বর্গে যায়,
তুমি লহ মূর্খসঙ্গ করিয়া যতন;—
মনে অনুমানি তাই,
তুমি বিদ্যা পাও নাই,
বিজ্ঞের, অজ্ঞের সঙ্গ সাক্ষাৎ মরণ।
বিশেষ, না বিদ্যাদানে বিদ্বান্ কৃপণ!

৬৬

অনুরোধ স্ত্রী-শিক্ষায়,
গণ্য প্রলাপের প্রায়!—
থাক্ দূরে শিক্ষা, যদি কন্যা জন্মে ঘরে,—
বাদ্যভাণ্ড নিবারিত,
বন্ধুবর্গ বিষাদিত,
লক্ষ ক্ষতি লক্ষ্য, গৃহী-শুষ্ক-মুখ-পরে,

প্রসূতি চোরের হেন,
কুণ্ঠিতা লজ্জিতা যেন;
পরশু-প্রহার, দাস-দলের আশায়!
প্রবীণ প্রাচীন যারা,
আসিয়া প্রবোধে তারা,—
জন্মেছে কি মরেছে তা বুঝা নাহি যায়!
দুরাশা স্ত্রী-শিক্ষা, হেন স্ত্রী-দ্বেষ যথায়!

৬৭

সুত উপার্জ্জিতে পারে,
তাই যত্ন কর তারে;
গাভীর প্রসব-কালে আদর কন্যায়;—
যাতে আছে প্রয়োজন,
সেই হয় প্রিয় জন,
ধিক্ নর! স্বার্থপর মমতা তোমায়!
পরলোক-ক্রিয়া চাও,
দৌহিত্রে সে সব পাও;—
শাস্ত্রে, পুত্রে দৌহিত্রে না রাখে বিশেষণ।—
পেয়ে কন্যা গুণবতী,
দক্ষ গণ্য প্রজাপতি;
ব্যর্থ হ'ল দেখ কত অযুত নন্দন;
দশ পুত্রে গুণবতী কন্যার গণন।

৬৮

সহজে রমণী-চিত,
নানা গুণ-বিভূষিত,
বিদ্যা-যোগে হবে, বহ্নি-শোধিত কাঞ্চন ;—
ঘুচিবে নারীর দুখ,
তুমি পাবে মহাসুখ,
বিষাদ-কুজ্‌ঝটি ফুটি উঠিবে তপন !
অলসে জড়িত মতি,
ভুঞ্জিতেছ এ দুর্গতি,
যত্ন কর, আছে অতি সুলভ উপায় ;
পৃথিবীতে যত আছে,
কোন্‌ জাতি তব কাছে
গণ্য, বুদ্ধি বিদ্যায় প্রাচীন সভ্যতায় ?
সকলি ডুবালে, রেখে নারী অশিক্ষায় !

৬৯

নারী সন্তোষিতা যথা,
ত্রি-বর্গ নিবসে তথা,—
শাস্ত্রের লিখন ইহা না হয় খণ্ডন ;
বল-হীন বপু যার,
বিধাতা রক্ষক তার,
তারে পীড়া দিলে ভাল না হয় কখন ;

নারী হৃদি-বিরচনা,
করিলে না বিচারণা,
কি খনি রমণী, কি রতননিকেতন!
মাতৃ-ভাব বিচিন্তিয়া,
বুঝ ললনার হিয়া,
যাঁর সনে পুণ্য প্রেমে প্রথম মিলন!
আদি নারী রূপ সৃষ্টি পালন কারণ।

৭০

স্মরিয়া মায়ের মায়া,
পুলকে না পুরে কায়া,
আঁখি না রসাক্ত হয়,—হেন যেই জন!
তার কাছে না থাকিব,
তারে নাহি বিশ্বাসিব,
কবে মম কণ্ঠনালি করিবে ছেদন!
মুখে মাতৃ-নিন্দা ফুটে,
ঈশ-ভ্রূ কুঞ্চিয়া উঠে,
করে বজ্র টলে,—করে অনল বমন;
জননীরে কটু ভাষে,
উল্লাসি নরক হাসে;—
কট কট রবে করে কপাট পাটন,—
শাণ দেয় শস্ত্রচয় যমচরগণ।

৭১

পুত্র ভুঞ্জে নানা সুখ,
মাতার অশেষ দুখ,
শীতে না বসন পায়, অন্ন-বুভুক্ষায় !—
হা ধাতা কি হবে গতি !
নর চির পাপমতি ;—
আছে কি পামরে হেন রক্ষার উপায় ?
হেন পুত্র আছে হায়,
যে জন না মেরে মায়,
অন্ন, পান, কোন দিন করে না গ্রহণ !—
বসুন্ধরে বিশ্বভূমি !
কিসে ইহা সহ তুমি,
পয়োনিধি মাঝে কেন হও না মগন !—
দেহের সন্তাপ সব হয় বিমোচন !

৭২

আতুর সমানাকার,
দশ মাস গর্ব্ভভার
সকাতরে সযতনে বহিল যে জন !—
তোমায় দেখাতে ধরা,
হইল যে ভূমি-ধরা,
তোমার জনমে যার সংশয় জীবন !—

তবু নিজ ব্যথা ভুলি,
হৃদে যে লইল তুলি,
হৃদি রস পিয়াইয়া রাখিল জীবন !—
জাগরণে অনশনে,
সব সুখ বিসর্জ্জনে,
করিল যে প্রাণপণে তোমায় পালন !—
রে পামর, প্রতিশোধ তার কি এমন !

৭৩

কর ধন উপার্জ্জন,
মান্য করে দশ জন,
মনে কি ভেবেছ তুমি সুখী হবে তায় !
দেহে বল পাইয়াছ,
রীতি নীতি শিখিয়াছ,
ভেবেছ কি প্রয়োজন এখন মাতায় !
জননীরে দিয়া দুখ,
যদি পেতে পারে সুখ,
পড়িয়া অনলে তবে শীতলতা পায় !
কুলিশ ঈশ্বর করে,
তব শির লক্ষ্য করে,
হয় না পতন, মাতা ব্যথা পাবে তায় !—
চির দুঃখে জননী, চিরায়ু সুতে চায় !!

৭৪

স্মর সে শৈশব দিন,
মতি গতি বল হীন !—
জননী বিহনে গতি কি হতো তোমার !
তুমি হে চতুর নর,
নাই হেন স্বার্থপর,
তখন জননী বিনা জানিতে না আর !
তিলেক না পেলে দেখা,
দুঃখের কে করে লেখা,
অশ্রু-জলে ডুবাইতে অখিল সংসার !
ক্রমে বপু বলবান্‌,
ক্রমে পেলে বুদ্ধি জ্ঞান,
ক্রমে তত অনুরক্ত আর না মাতার !—
হৃদে হৃদে ছিলে এবে পারাপার-পার !

৭৫

বিকার-বিষাদ-হীন,
কোথা সে সুখের দিন !—
হা শৈশব-বসন্ত—সন্তোষ-ফুলময় !
সে ধরা কি আছে আর,
অথবা এ ছায়া তার !
আছে সব, শব হেন, সে সজীব নয় !—

ফলে সে মিষ্টতা নাই,
সে বাস না ফুলে পাই,
শীতল সে সরঃস্নানে তেমন না হয়!—
নাই সে শরীর মন,
তবু আমি সেই জন,
ফুটিতেছে ক্রমে হৃদে স্মৃতি সমুদয়!—
ফল ফুল নাই—বন আছে কাঁটা-ময়!

৭৬

আর কি সে তনু আছে,
ছিল যা মায়ের কাছে!—
কোথা ফুল্ল সে কপোল, সে ফুল্ল নয়ন!—
কোথা নৃত্য হর্ষভরে,
কোথা করতালি করে,
কোথা সে চপল কায়, সপুলক মন!—
কোথা খল খল হাস,
কোথা কল কল ভাষ,
সে সুষুপ্তি সুখময় নাহি পাই আর!
ভাবি-ভয়-বিবর্জ্জিত,
কোথা সে অদীন চিত,
নিকুঞ্জে না দেখি আর ঘর দেবতার!—
দেখিতে না পাই হাসি মুখে প্রতিমার!

৭৭

একে একে হৃদি পরে,
এবে প্রেতে নৃত্য করে ;—
(চোকে ছায়া দেখে বুঝে বিচক্ষণ জন ;)
কভু লোভ, লম্বোদর,
লোল জিহ্বা নিরন্তর ;—
কভু কোপ, করে খর কৃপাণ কম্পন ;—
কভু কাম, কুষ্ঠ কায়,
চন্দন লেপন তায় ;—
কভু দেখা দেয় ভয়, ব্যাদিত বয়ান ;—
কভু ফণী কুণ্ডলিনী,
কাঁদে হিংসা-পিশাচিনী ;—
আশা-ক্ষিপ্ত কত হাসে, করে কত গান ;—
প্রেম-শূন্য হৃদে হ'লো ভূতের বাথান !

৭৮

মাতৃ-গর্ভে ছিল বাস,
না ছিল কাহারো ত্রাস,
কুতূহল বশে হায় ছাড়িলাম তায় !
তবু মাতা দয়া করি,
হৃদয়ে লইল ধরি,
পরশিতে কোন প্রেতে পারিল না কায় !

পূর্ব্ব-জন্ম-পাপ-বশে,
মজিয়া বিষয়-রসে,
মাতৃ-অঙ্ক ছেড়ে পশি সংসার-শ্মশান!
এবে ভূতে চিরে খায়,
সে দুঃখ না কহা যায়,
বুদ্ধি-বৈদ্য পারিল না দিতে পরিত্রাণ!—
পলাইতে চাই, নাই পথের সন্ধান!

৭৯

হে মাতঃ! হৃদয়ে ধর,
সন্তানের ত্রাস হর,
তোমা বিনা ভব-দুঃখে কোথা পরিত্রাণ!
তুমি পরশিলে করে,
জ্বর জ্বালা তাপ হরে,
তব অঙ্ক, শঙ্কা-শূন্য বৈকুণ্ঠ সমান!
তুমি মুখে দিবে যাহা,
মৃত্যুহরী সুধা তাহা,
আশীর্ব্বাদ তোমার,—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ!
তব কাছে স্বর্গবাস,
তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না ধর্ম্ম তব সেবার সমান!
জীবে কৃপা করি তুমি ঈশ মূর্ত্তিমান্!

৮০

ধরা হীরা হয় হায়!
সিংহাসন রচি তায়,
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায়!—
ফুল হয় তারাদল,
চন্দন সাগর-জল,
শত কল্প বসি যদি পূজি তব পাঁয়!—
সুধাকর সুধাগারে,
পারি যদি আনিবারে,
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন!—
পারিজাত-দল দিয়া,
নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন!—
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন!!

৮১

তুমি মা! না ধর দোষ,
তুমি নাহি কর রোষ,
দুঃশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায়!
শত অপরাধ করে,
তবু না মানব মরে,
শুধু তব হৃদয়ের প্রেম-মহিমায়!

বাণী বর্ণিবারে চায়,
শেষ যদি সদা গায়,
তবু তব মহিমা না হয় সমাধান!
হে সুর, অসুর, নর,
যেবা তনু বুদ্ধি ধর ;—
এস মিলি করি সবে মাতৃস্তুতি গান!—
বিশ্ব যাঁর কর-গড়া কন্দুক সমান!

মাতৃ-স্তুতি।

১

জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ,
জননী এ সকলকারণ ;—
যাঁর প্রেম-সিন্ধু পরে, মায়ার তরঙ্গ ভরে,
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

২

না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল-কামনা !—
হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা ?
পেতে সুত সুলক্ষণ, কত ব্রত আচরণ,
কত বা মনন দেবতায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৩

গর্ভে আসি তোমায় কি করেছি পীড়ন !—
অরুচি, বমন, অনুক্ষণ,—
শীর্ণ বপু, পাণ্ডু মুখ, উঠিতে বসিতে দুঃখ,
তবু হর্ষ হৃদে না কুলায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৪

দিন দিন বপু বাড়ে, তবু তায় স্থান,
করেছ মা জঠরে প্রদান ;—
অন্ন পান যোগাইয়া, রেখেছিলে বাঁচাইয়া,
ছিল না অভাব ভয় তায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

৫

কাল পেয়ে তবু, তব গর্ভ পরিহরি,
যৌবন রতন তব হরি,
যে দুঃখ দিয়াছি তায়, কেবল তা জানে মায়,
তবু পুন হৃদে নিলে হায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

৬

কে জানে, কি রূপে মাতা করেছ পালন!
নিজ সুখ সব বিসর্জ্জন!—
কখন বা অর্দ্ধাশন, কখন বা অনশন,
কত নিশি জাগরণ তায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

৭

মলয়জ হেন, মল মাখিয়াছ গায়,
স্মরিয়া হৃদয় গ'লে যায়!—
পীড়ায় পড়েছি যদি, কান্দিয়া সৃজেছ নদী,
অনশনে দিন কেটে যায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

৮

বড় হ'য়ে করিয়াছি উপদ্রব যত,
সহিবারে কেবা পারে তত!—
চুল ধ'রে টানিয়াছি, হৃদে কত হানিয়াছি,
নখে কত চিরিয়াছি কায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

৯

কহিয়াছ কতমত হিতাহিত জ্ঞান,
কর্ণে তায় দেই নাই স্থান;
কুকাজ করেছি শত, বেদনা দিয়াছি কত,
কি ভয়, কান্দিলে রোষ যায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

১০

পিতা কাছে সহিয়াছ কতই গঞ্জন,
মম দোষ করিতে গোপন!—
কুপুত্র ব্রণের প্রায়, অধিক বেদনা তায়,
প্রাণ যেন নিবসিয়া তায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন মনা জননী আমায়!

১১

বিরলে বসিয়া করি যখন চিন্তন,
সিন্ধুজলে তরঙ্গ যেমন,—
হৃদে তব স্নেহ কথা, একে একে উঠে তথা,
যত স্মরি তবু না ফুরায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১২

স্থানান্তরে যদি কভু করেছি গমন,
না এলে না করেছ ভোজন ;—
কভু পথে কভু ঘরে, ভ্রমণ উদ্বেগ ভরে,
মণিহারা ফণিনীর প্রায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৩

নিবারিতে নাহি পেরে প্রবাস যাত্রায়,
হৃদে ধরে কেন্দে উভরায়,
লিখিবারে সমাচার, বলেছিলে বার বার,
কি মমতা কাতরতা তায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৪

প্রবাসে বয়স্য-দলে প্রমোদে মগন,
কোথা আর তোমার স্মরণ !
না পাইয়া সমাচার, তুমি কান্দ অনিবার,
নিশি দিন উপবাসে যায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৫

কি সাধ্য আমার কত করিব বর্ণন,—
যত মত দিয়াছি বেদন !
তবু তায় রুষ্ট নয়, যেই মাত্র দেখা হয়,
স্নেহ জল স্রবিত ধারায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৬

অলক্ষ্যে তোমার স্নেহ আছে অনুক্ষণ,
থাকি যথা যে ভাবে যখন ;
যে মাত্রে বিপদ হয়, অলক্ষ্যে হৃদয়ে লয়,
সকল অশুভ দূরে যায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়।

১৭

বিলোকন তব রূপ হয় কল্পনায়,—
রত্ন-বেদি, বসি তুমি তায়,
বিশুদ্ধ প্রেমের ছবি, অনল, তরুণ রবি,
রক্ত বাসে বিজড়িত কায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

১৮

সস্মিত আনন, চতুর্ভুজ সুগঠন,
যাম্য কর যুগল শোভন
পান-পাত্র দর্ব্বি ধরা, উভয় অমিয় ভরা;—
সব্যে বরাভয় শোভাপায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

১৯

সুরাসুর নর যত আছে জীবগণ,
করে সুধা সকলে ভোজন;—
নাচে গায় মহারঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
কত তুমি হরষিত তায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

২০

হৃদে তব হেন ধ্যান, যার চির রয়,
অশুভ না তার কভু হয় ;
পদ্ম-দল-গত জল, চিত হেন সচপল,
তারে স্থির রাখা নাহি যায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২১

কুপথে চলিতে করি মনন যখন,
যবে হয় কুসঙ্গে মিলন ;—
কুকার্য্যে প্রমোদ বাসি, লাজের কথায় হাসি;
কর মাগো সাবধান তায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২২

মম অপরাধ যদি কর মা গ্রহণ,
আমি তবে বাঁচি কতক্ষণ !
মম বুদ্ধি বল যাহা, সব তুমি জান তাহা ;—
অবোধের দোষ পায় পায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২৩

আমার কলঙ্কে মাতা কলঙ্ক তোমার,

তব দুঃখ, যে দুঃখ আমার ;—

ইহা মনে বিচারিয়া, লহ সব সম্বরিয়া,

হর সব দোষ সুশিক্ষায়!

প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

মুঙ্গের—পীরপাহাড় :

১১ই আশ্বিন—১২৭৮। ২৬এ সেপ্টেম্বর—১৮৭১।

টিপ্পনী।

(অবতরণিকা সম্বন্ধীয়।)

(১) মঙ্গো পার্ক নামক জনৈক ইংরাজ আফ্রিকা খণ্ডে পর্য্যটন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সহিত এই বর্ণনার বিশেষ সংস্রব আছে। বিশাল-মরুভূমি, নানাপ্রকার-হিংস্রজন্তু, অতিনির্দ্দয়-প্রকৃতির মনুষ্য,—এবম্প্রকার ভূভাগে পর্য্যটন করিবার সময়ে কোন কোন দিন ক্ষুধা, পিপাসা ও আশ্রয়স্থানাভাব নিবন্ধন, পার্কের প্রাণান্তিক বিপদ্ উপস্থিত হইত। “একদা [তিনি লিখিয়াছেন] আমি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোন ব্যক্তিই আমাকে স্থান দিতে সম্মত হইল না ; সকলেই ভয় ও বিস্ময়ের সহিত আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ; সুতরাং সমস্ত দিন অনশনে একটি তরুমূলে উপবিষ্ট রহিলাম। ক্রমে রাত্রি আগতপ্রায় হইল, আকাশমণ্ডল মেঘাছন্ন, ও প্রবল বায়ু বহমান হইতে লাগিল, বারিবর্ষণের সম্ভাবনাও দেখিতে পাইলাম ; চতুর্দ্দিকে অসংখ্য হিংস্র শ্বাপদকুল ! কি করি, ভাবিয়া আকুল হইলাম। সূর্য্যাস্তের সময়ে আমার অশ্বের বন্ধন খুলিয়া দিলাম, এবং আপনি বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া রাত্রি যাপনের সংকল্প করিয়া তাহারই উদ্যোগ করিতেছি, এরূপ সময়ে একটি কৃষক-কামিনী ক্ষেত্রকার্য্য সমাপনান্তে গৃহে যাইবাব পথে আমাকে অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসু হওয়ায় আমি আত্ম-অবস্থা সবিস্তার বিবৃত করিলাম। সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া রমণী, অতি সকরুণ দৃষ্টি প্রদানান্তে, অশ্বের পর্য্যাণ ও বল্গা নিজ-মস্তকে লইয়া আমাকে তাঁহার আলয়ে যাইতে আহ্বান করিলেন। নিজ-কুটীরে উপনীত হইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আগারতলে একটি মাদুর পাতিয়া আমাকে তথায় বিশ্রাম করিতে কহিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি একটি দগ্ধ মীন আনিয়া আহারার্থে আমাকে অর্পণ করিলেন। এইরূপে আতিথ্যক্রিয়াসমাপনান্তে আমাকে বিশ্রাম করিতে কহিয়া গৃহ-স্বামিনী অন্যান্য কামিনীগণকে সুতা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আবাহন করিলেন। তাঁহারা সুতা প্রস্তুতের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এতাবৎ বিস্ময়ের সহিত আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ; এক্ষণে সুতা প্রস্তুত করিতে করিতে

গান করিতে লাগিলেন, একটি গীত আমার সম্বন্ধে, একটী নবীনা রমণী তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন, অন্যান্য রমণীরা তাঁহার সহিত ধুয়া ধরিতে লাগিলেন। সুরটি অতি কোমল ও সুমধুর। গানের বাক্যার্থ এই "বাতাস গর্জ্জন করিতেছিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, নিরাশ্রয় শ্বেতকায় মনুষ্য ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া আসিয়া আমাদিগের বৃক্ষমূলে বসিলেন। তাঁহার মাতা নাই যে তাঁহাকে দুগ্ধ আনিয়া দিবে, তাঁহার স্ত্রী নাই যে তাঁহাকে শস্য পিসিয়া দিবে;" ধুয়া "শ্বেতকায় মনুষ্যকে আমাদের দয়া করা উচিত, তাঁহার মাতা নাই যে" ইত্যাদি। এই গানের কথা গুলি পাঠকের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হইবে, কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় ইহাতে আমার অন্তর অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। ঈদৃশ অসম্ভাবিত দয়ার প্রভাবে আমি অতীব অভিভূত হওয়ায় আর আমার নিদ্রা হইল না। প্রভাতে উঠিয়া গৃহস্বামিনীকে আর কি দিব, গাত্রাবরণে চারিটি পিতলের বোতাম ছিল, তন্মধ্য হইতে দুইটি তাঁহাকে উপহার প্রদানান্তে তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

PARK'S TRAVELS.—CHAPTER XV.

উক্ত গ্রন্থ হইতে স্ত্রীজাতির দয়াসূচক আরো একটি উদাহরণ বিবৃত করিতেছি। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সমস্ত দিবস একদা অনশনে থাকিয়া "আমি পথপ্রান্তে বসিয়া ক্ষুধার উত্তেজনায় তৃণ চর্ব্বণ করিতেছি; সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় হইল, এরূপ সময়ে একটি ক্রীত দাসী, মস্তকে একটি টুকরি লইয়া যাইতে যাইতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন" যে, আমি আহার করিয়াছি কি না। দেশের লোকের প্রকৃতিঅনুসারে আমি মনে করিলাম যে, তিনি আমাকে পরিহাস করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার বাক্যে উত্তর প্রদান করিলাম না। আমার সমভিব্যাহারী বালক উত্তর প্রদান করিয়া কহিল যে, রাজপুরুষেরা আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। এতৎশ্রবণে কৃপাপরায়ণা প্রাচীনা, অকপট করুণদৃষ্টি-সহ টুকরি নাবাইয়া দেখাইলেন যে, তাহাতে কতকগুলি ফলচূর্ণ রহিয়াছে, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার তাহা আহার করিতে ইচ্ছা হয় কিনা। আমি সম্মতিসূচক উত্তর প্রদানমাত্রে তিনি কতিপয় অঞ্জলি আমাকে অর্পণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ না দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সামান্য ঘটনায় আমার অতীব সন্তোষ জন্মিয়াছিল। শিক্ষাবিহীনা ক্রীতদাসীর ঈদৃশ আচরণ,

আমি মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম, আমার চরিত্র ও অবস্থার কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া কেবল স্বীয় অন্তরের উত্তেজনা পালন করিয়া গমন করিলেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা কিরূপ, বোধ হয় নিজ পরীক্ষার দ্বারা তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন। নিজের দুঃখে অন্যের দুঃখে দুখ বোধ করিতে শিখিয়াছেন।

CHAPTER V.

আরো একটি উদাহরণ প্রকটিত করা হইল।

"এই গ্রাম, মুরজাতির অধিকৃত শুনিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইব কি না ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু অশ্বটি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, দিনও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা আর কি বলিব, সুতরাং অবশেষে গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলাম। গ্রামের মণ্ডলের বাটীতে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারিলাম না। নিজের নিমিত্ত অথবা অশ্বের নিমিত্ত এক অঞ্জলি শস্য সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে কতকগুলি কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইলাম, ভাবিলাম দয়া বড়বাটীতে প্রায় বাস করেন না। একটি কুটীরের দ্বারে একটী প্রাচীনা নারী বসিয়া সুতা প্রস্তুত করিতেছিলেন, ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁহাকে ভোজনপ্রার্থনা জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আরবী ভাষায় আমাকে আবাহন করিলেন। আমি অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া উপবেশন করিলাম, তিনি গত রাত্রের রন্ধিত কাউস্‌কাউস নামক অন্ন আনিয়া দিলেন। তাহাই ভোজন করিয়া উপহার স্বরূপে তাঁহাকে একখানি রুমাল প্রদান করিলাম। পরন্তু অশ্বের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শস্য প্রার্থনা করিলাম, তাহাও তিনি তৎক্ষণাৎ দান করিলেন।

CHAPTER XIV.

---

* এক্ষণে দেখা যাইতেছে পিতা মাতা হইতে অপত্য জন্মিতেছে; কিন্তু প্রথম উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল, তাহার অনুমানের পোষকতায়

---

* এই টিপ্পনীটি একাদশ কবিতার; কিন্তু আমরা উক্ত কবিতার যথাস্থানে চিহ্ন দিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

কোন বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন আরব দার্শনিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, পিতা মাতার অভাবেও সন্তান জন্মিতে পারে; আমরা কহিতেছি সে বিষয়ে যুক্তি তর্কের প্রয়োজন কি? তাহা জন্মিতে না পারিলে প্রথম পুরুষ কিরূপে উৎপন্ন হইলেন। প্রথম পুরুষ অবশ্যই যৌবনাবস্থা ও জীবন এক যোগেই লাভ করিয়া ছিলেন; যেহেতু পিতামাতার অভাবে নিঃসহায় শৈশব অবস্থায় জন্মিলে জীবন রক্ষার সম্ভব কি? আমাদিগের পুরাণের মতে প্রথম পুরুষের নাম স্বয়ম্ভুব (স্বয়ং উৎপন্ন) মনু, তাঁহার শরীরের বামার্দ্ধ স্ত্রী-আকার ও দক্ষিণার্দ্ধ পুরুষাকার হয়। কোন পুরাণের মতে তিনি স্বয়ং পুরুষাকার ছিলেন, এবং শতরূপা নাম্নী তাঁহার এক বনিতা হয়। মনুর সন্তান গণের নাম মানব। মুসলমান, হিব্রু ও খৃষ্টীয়ান গণের মতে আদিপুরুষের নাম আদম। সে যাহা হউক প্রথমে একমাত্র পুরুষ ও স্ত্রী উৎপন্ন হইয়া ছিলেন, কি বহুসংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ উৎপন্ন হইয়া ছিলেন, তাহা বলা যায় না। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন বানরই কালে নররূপী হইয়াছে। আমাদিগের এস্থলে সে সকল তর্কের প্রয়োজন নাই। প্রথমে পুরুষ উৎপন্ন হয়েন, কি প্রথমে স্ত্রী উৎপন্ন হয়েন, অথবা উভয়ে একযোগে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই বিষয়ের সহিত আমাদিগের কিঞ্চিৎ সংস্রব আছে; প্রথমে পুরুষের উৎপত্তি, আমাদিগের মতসিদ্ধ, তাহার প্রমাণ কেহ চাহেন দিতে পারি, কিন্তু পদ্য লিখিতে দার্শনিক আন্দোলনের আবশ্যক নাই। স্ত্রী নাথাকিলে একা পুরুষ জগতে জন্মিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, এস্থলে তাহাই বর্ণিতব্য।—পুরুষের যে শোচনীয় অবস্থা তাহাতে উপস্থিত হয়, বোধহয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইংরাজ কবি ক্যাম্বেল নরের উৎপত্তি ও তাহার সুখশূন্য অবস্থার বর্ণনা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"And man the hermit sighed till woman smiled."

এস্থলে একজন সংস্কৃত কবির উক্তিও লিখিলাম :—

"নিঃসারে জগতি প্রপঞ্চজড়িতে সারঃ কুরঙ্গীদৃশামিত্যাদি।"